মন্ডলী স্থাপন

অ্যাডভান্স কারিকুলাম গাইড

GLOBAL ADVANCE

১. কেন একটি মন্ডলী স্থাপন করতে হবে?

(প্রশিক্ষণের সময় কাল: প্রায় ৩০ মিনিট)

ক. পাতালের পুরদ্বার সকল মন্ডলীর বিরুদ্ধে প্রবল হবে না (মথি ১৬:১৮)

নতুন নিয়মে মথি ১৬:১৮ পদে প্রথমবারের মতো 'মন্ডলী' শব্দটি লেখা হয়েছে। 'মন্ডলী' শব্দটি যেভাবে প্রভু যীশু ব্যবহার করেছেন, সেটি গ্রীক শব্দ 'এক্লেসিয়া' হতে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ হলো 'ডেকে বের করে আনা' বা 'মিলিত হওয়া'। অন্য কথায়, এখানে প্রভু যীশু তাঁর যে মন্ডলীর কথা বলছেন সেটি হলো সেই সব লোকদের সম্মিলন যারা প্রভু যীশুর সুসমাচারের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী মধ্য হতে বের হয়ে এসেছে।

প্রভু এখানে এই বিষয়টির উপর জোর দিচ্ছেন যে মৃত্যুর শক্তি তাকে বা মন্ডলীকে ধরে রাখতে পারবে না। কেবল মাত্র যে পাতাল বা নরকের শক্তির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের লোকদের সম্মিলন বা মন্ডলী স্থাপিত হবে তা নয়, কিন্তু এই সব শক্তির বিরদ্ধে মন্ডলী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধি পাবে। মন্ডলী কখনই পরাজিত বা ব্যর্থ হবে না, যদিও প্রজন্মের পর প্রজন্মগুলো শারীরিক মৃত্যুর শক্তির কাছে পরাজিত হবে, কিন্তু, আরোও প্রজন্ম উঠে আসবে ও মন্ডলীকে পরিচালিত করতে থাকবে। এবং এভাবে চলতেই থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত প্রভু যীশু যে আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২৮:১৮-২০) তা পূর্ণ না হবে।

এই কথার দ্বারা মন্ডলী স্থাপনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা এক নিশ্চয়তা পাই। তীব্র আত্মিক যুদ্ধ ও সমস্যার মধ্যেও, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমরা যদি তাঁর নির্দেশ ও পরিচালনা মেনে চলি আমরা তাঁর সাহায্য পাবার জন্য নিশ্চয়তা পাই।

খ. সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়া ও খ্রীষ্টের গ্রেট কমিশনের পূর্ণতা পরিমাপকের একটি বিশেষ উপায়

সাম্প্রতিক কালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে পৃথিবীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে মিল রেখে আমাদের পরবর্তী ৫-১০ বছরে শুধু মাত্র বর্তমানের তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য ৫০ লক্ষ নতুন মন্ডলীর প্রয়োজন হবে । বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা হলো ৭০০ কোটিরও বেশী। ২০৫০ খ্রীষ্টাব্দে, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। যেমন লোকসংখ্যা বাড়ছে, ততোই আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকের কাছে সুসমাচার পৌছে দেবার জন্য নতুন নতুন মন্ডলীর প্রয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. প্রত্যেক জনগোষ্ঠির জন্য মন্ডলী স্থাপন করা খ্রীষ্টের গ্রেট কমিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষের কাছে সুসমাচার পৌছে দেবার একটি ভিত রচিত হবে।

রোমীয় ১৫:৯ পদে লেখা আছে যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মন্ডলী স্থাপনই আমাদের মুল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। 'পরজাতীয়' বা 'ভিন্ন ধর্মবলম্বী' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'এথনস' থেকে। এই শব্দটির অর্থ হলো প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক নৃগোষ্ঠি। যারা কোন দিন সুসমাচার শোনে নি, যতোদিন এই পৃথিবীর সেই সব মানুষের কাছে সুসুমাচার পৌছে দেওয়া না হয়, আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বানীতে প্রকাশিত হয়েছে যে, স্বর্গীয় সিংহাসনের চারিদিকে পৃথিবীর সকল জাতির ও গোষ্ঠির লোকেরা মিলিত হবে।

ঘ. যা আগামীতে আসছে তারই দৃশ্যমান প্রকাশ হলো মন্ডলী- আর সেই ভবিষ্যত হলো এই পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের রাজত্ব শাসন করছে (গীত ৯৬:৩)।

বর্তমান দিনের সমস্ত কাজে খ্রীষ্টে রাজত্বের শাসন, কর্তৃত্বের দৃশ্যমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে মন্ডলী। এই পৃথিবীর শত সমস্যা ও কার্যহীনতা থাকা স্বত্বেও, মন্ডলীকেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীর জন্য ভাবিত ও স্পর্শকাতর, এবং যখন আমরা মন্ডলী স্থাপক হিসেবে এগিয়ে যাই, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মন্ডলী খ্রীষ্টের কনে বা ভার্যা (স্ত্রী), এবং তার প্রতি সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে।

ঙ. প্রত্যেক জাতির মধ্য হতে যারা প্রভু যীশুকে পরিত্রাতা ও প্রভু বলে স্বীকার করে তাদেরকে নিয়েই বিশ্বব্যাপী মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে। তাই, এই পৃথিবীর সকল ধরণের বা জাতির লোকদের জন্য কোন না কোন ধরণের মন্ডলী প্রয়োজন (রোমীয় ১:৫)

রোমীয় ১:৫ পদে প্রেরিত পৌল ঘোষণা করেছেন যে আমরা এই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করার জন্য অনুগ্রহ, নির্দেশনা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব লাভ করেছি।

চ. মন্ডলী খ্রীষ্টের কনে বা ভার্যা, যার জন্য খ্রীষ্ট আবার ফিরে আসছেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৭-৯; ২ করিন্থীয় ১১:২)

প্রভু যীশু অপেক্ষা করছেন কবে তাঁর কনে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে। তিনি একটি পবিত্র, নিখাঁদ, নিষ্কলঙ্ক কনের জন্য অপেক্ষা করছেন যাকে এই পৃথিবীর সকল জাতি ও গোষ্ঠির লোকদের দ্বারা প্রস্তুত করা হবে। ২ করি ১১:২ পদে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে তিনি অধীরভাবে তাঁর কনের জন্য অপেক্ষা করছেন। অনেক আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে তিনি অপেক্ষা করে রয়েছেন কবে তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য প্রস্তত হবে!

কিন্তু, যতোদিন শস্য কাটার জন্য পরিপক্ক না হয় ততোদিন তিনি আসতে পারছেন না। যেহেতু কোন মানুষই সেই সময় কবে হবে তা জানে না (মথি ২৪:৩৬), আমাদেরকে শস্যক্ষেত্রে কর্মী হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে যতোদিন আমাদের পরিত্রাতা না আসেন।

২. মন্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়া ও সময়

(প্রশিক্ষণের সময় কাল: প্রায় ৪৫ মিনিট)

ক. মন্ডলী স্থাপন একটি প্রক্রিয়া

একটি মন্ডলী স্থাপন করবার জন্য যখন আপনি প্রভুর পরিচালনা আপনি অনুসরন করতে মনস্থ করবেন, তখন আপনাকে এই কাজের বিস্তারিত বিষয়গুলো জানা জরুরী। যদিও আপনার নিজস্ব কৃষ্টি, আপনার জনসংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্য ও মন্ডলী স্থাপনের জন্য আপনার স্বপ্ন অনুসারে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক তারতম্য থাকতে পারে- কিন্তু, এই বিষয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যেগুলো মন্ডলী স্থাপনের জন্য অবশ্যই সর্বত্র প্রযোজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাকে অবশ্যই ভালো করে দেখে নিতে হবে যে, আপনি আপনার মন্ডলী স্থাপন করবার জন্য প্রক্রিয়াটা তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন না। যদি কোন কিছু খুব তাড়াহুড়ো করে করা হয়ে থাকে, তাহলে মন্ডলীও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে ও কোন কোন সময় মন্ডলীটি শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রক্রিয়ার কাজটি করার জন্য এবং সেই সঙ্গে একটি শক্তিশালী কাঠামো বা দালান গড়ে তোলার জন্য যে সব উপাদানগুলো প্রয়োজন যাতে, সেটি ঝড়, বন্যা, বাতাস এবং এমন কি ভূমিকম্পও কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সেগুলো বিবেচনা করুন ।

যদি ভিত্তি সঠিকভাবে দেওয়া না হয়, তাহলে পরে দালানটি নড়ে যাবে ও পড়েও যেতে পারে। এই উদাহরণটি দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখানো হলো যে কীভাবে একটি মন্ডলী স্থাপন করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিৎ।

আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে, আমরা নতুন নিয়মের মূল নীতিমালাগুলো শিখবো যা আমাদেরকে একটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা দেবে যাতে আমরা সামনের দিকে তাকাতে পারি।

খ. মন্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক

দলগত ভাবে কাজ করা

আপনার উপস্থাপনের বিষয় নিয়ে মন্ডলী স্থাপনকারীদেরকে সেই পরামর্শ ও উৎসাহ দিতে অনুরাধ করুন যেন যা তারা মন্ডলী স্থাপন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আপনাকে এই বিষয়ে তারা জানান যেন তাদের উপাদানগুলো নিয়ে আপনি একটি ডায়াগ্রাম বানাতে পারেন । এর ফলে মন্ডলী স্থাপকেরা মন্ডলী স্থাপন করার বাইবেল ভিত্তিক ও বাস্তব প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে সে বিষয়ে শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করতে পারবে ।

আমাদেরএই প্রশিক্ষণে এগিয়ে যেতে যেতে আমরা এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করবো :

- কেন আমাদের মন্ডলী স্থাপন করা উচিৎ?
- মন্ডলী স্থাপনের জন্য উৎসাহ
- আপনার ভবিষ্যত মন্ডলীর মূল্যবোধ, স্বপ্ন বা দর্শন ও স্টাইল
- একটি মন্ডলী স্থাপন করার জন্য পরিকল্পনা ও কৌশল নির্দ্ধারণ
- মন্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়ার জন্য একটি দল গঠন করা
- বহিঃপ্রচার ও শয়তানের সকল আক্রমণের উপরে জয়লাভ (আত্মিক যুদ্ধ)
- তাদের নিজস্ব শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার জন্য শিষ্য গঠন করুন

গ. মন্ডলী স্থাপনের সময় বোঝা

মন্ডলী স্থাপনের বাস্তব প্রক্রিয়া ছাড়াও, আপনার সামনে আসতে পারে আপনাকে এমন আত্মিক ও আবেগজনিত সময় বুঝতে হবে । মন্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়া অন্য সব দিকগুলো বাদ দিয়ে দেয় না।

মন্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়ার সময় আপনি উচ্চতম পাহাড়ের শিখরের অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নতম কঠিন সমস্যা জর্জরিত সময়ের অভিজ্ঞতায় নেমে আসতে পারেন।

মন্ডলী স্থাপকেরা **স্বপ্ন বা দর্শন** লাভ দিয়ে শুরু করেন এবং সেখান থেকে **পরিকল্পনা ও কৌশলের** বিষয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে যান এবং তারপরে তারা তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে রত থাকেন। কিন্তু, এই পথে এভাবে যেতে যেতে, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই কোন না কোন **বাধা বিপত্তি** থাকবে। সমস্যা কিন্তু বাধা নয়। কিন্তু, এখন আপনি বাধা বিপত্তি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এই সব বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আপনাকে এই ধৈর্য সহকারে উদ্দেশ্য নিয়ে লেগে থাকার জন্য মনস্থির করতে হবে এবং আপনি এই সব বাধা বিপত্তি হতে **বেরিয়ে আসার** বা কোন **দারুণ সমস্যার** সময়ের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আপনি এই সমস্যার মধ্যেও অধ্যবসায় করে যাবেন ও সমস্যা হতে বেরিয়ে এসে **আনন্দ উৎসব** করবেন। আপনি যদি নিজেকে **সমস্যার** মধ্যে দেখতে পান, শয়তান আপনাকে **একঘরে ফেলবার** জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, এবং আপনাকে **পরিশ্রান্ত** করে ফেলবে। একবার যদি আপনি আপনাকে এই সময়ের মধ্যে আটকে ফেলেন, তাহলে যতোদূর সম্ভব নিজেকে (ও আপনার পরিবারকে) **আরোগ্য ও নবজীবনের** জন্য সমর্পণ করুন।

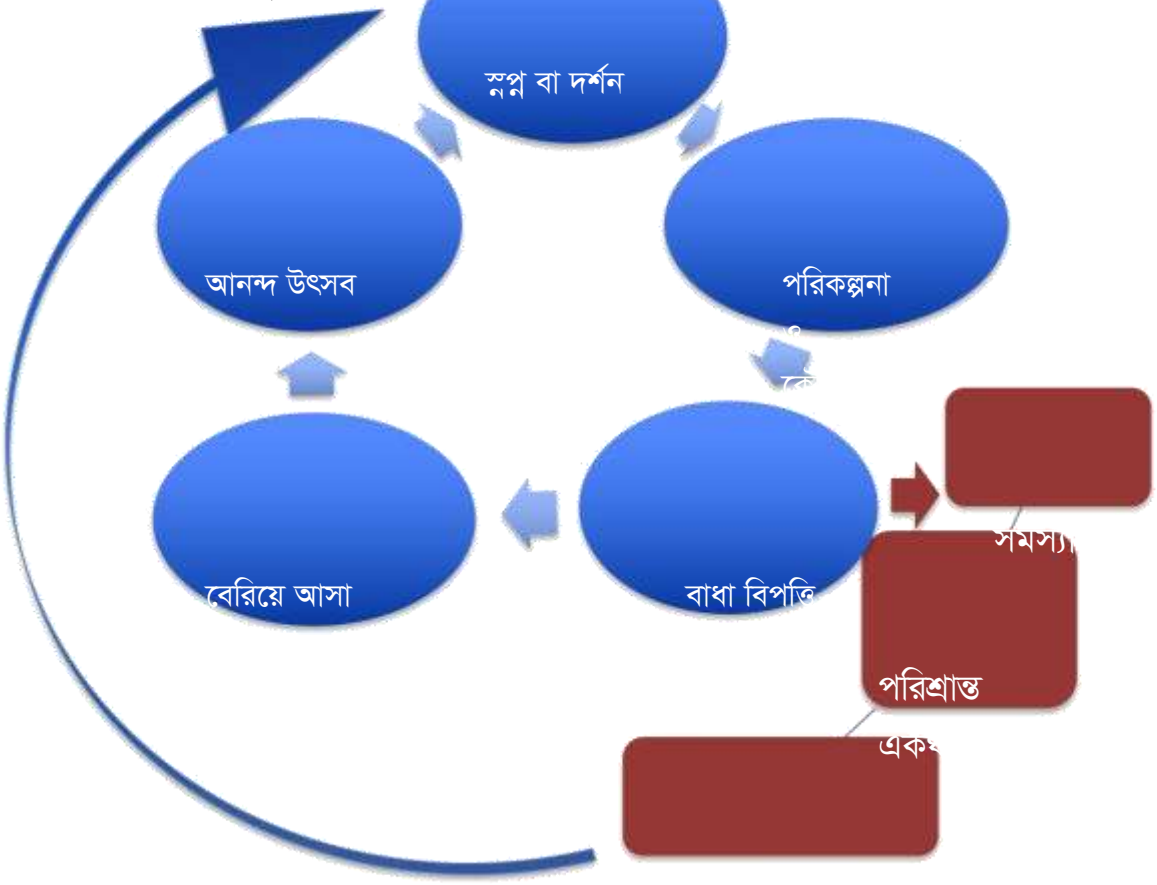

ঘ. সময়-কালের বিষয়ে সচেতন থাকা

অনেক মন্ডলী স্থাপনকারী তাদের কাজের যাত্রা এমন উত্তেজনার ও অনুভূতির সাথে আরম্ভ করে যেন মনে হয় যে তারা সমস্ত পৃথিবী জয় করে ফেলবে। যদিও তারা তাদের সারা জীবনে এরকম যাত্রা আর করবে কি-না সন্দেহ, তবুও মন্ডলী স্থাপনের সময়কাল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। সম্ভবত, প্রথম ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে মন্ডলী স্থাপনকারী নিশ্চয়ই কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হবে এবং সেটি মারাত্মকও হতে পারে।

মন্ডলী স্থাপনের সময়কালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য, আপনি কোন স্থানে বা স্তরে অবস্থান করছেন ও কাজ করে চলেছেন এটি জানা অবশ্যই জরুরী । মন্ডলী স্থাপনের সময়-কাল বা ঋতু খুব তাড়াতাড়ি বা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে বা ফিরে আসতে পারে। এ ছাড়া, স্থাপনকারী মন্ডলী স্থাপনের সমস্ত সময়ের মধ্যে কয়েকবার সময়-কালের পরিবর্তন দেখতে পারে। এটি উপলব্ধি করে যখন আপনি মারাত্মক বিপর্যয়, ক্লান্তি শ্রান্তি, ও একঘরে হয়ে যাবার বা আরোগ্য ও নবজীবনের প্রয়োজনের অবস্থার মধ্যে পড়বেন তখন আপনি সহজেই অতিমাত্রায় নিরুৎসাহিত হওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারেন। আপনি নিজেকে উপদেশক ৩:১-৮ পদ থেকে উৎসাহিত করুন আর মনে রাখবেন যে প্রতিটি বিষয়ই একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা কালে বা ঋতুতে হয়ে থাকে। আর ঠিক বছরের ঋতু বা কালের মতোই, আপনার সময়কালও পরবর্তী কালের দিকে এগিয়ে যাবে।

৩. একটি মন্ডলীর সংজ্ঞা কি?

(প্রশিক্ষণের সময়কাল কমবেশী ৩০ মিনিট)

ক. একটি মন্ডলী হলো বিশ্বাসীবর্গের সম্মিলন যেখানে তারা বাইবেল ভিত্তিক উপাসনা আরাধনা, প্রার্থনা, শিক্ষা গ্রহণ ও মিশন করেন। মন্ডলী কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'একলেসিয়া' হতে যার অর্থ হলো একটি সম্মিলন বা যাদেরকে ডেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। (মথি ২১:১৩; গীত ১৫০:১-৮)

প্রভু যীশু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মন্ডলী প্রার্থনার গৃহ হবে। যদিও মন্ডলীতে অনেক ধরণের প্রোগ্রাম ও কার্যক্রম থাকে, বিশ্বাসীবর্গের মূল ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ প্রার্থনা, আরাধনা, ও ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন। গীতসংহিতা ১৫০:১-৬ পদে অন্য এক ধরণের বিবরণ পাওয়া যায় যাতে আমাদের আচার ব্যবহার ও কাজের কথা বলা হয়েছে। প্রশংসা, গৌরবান্বিত করা, ও ঈশ্বরকে উচ্চ সম্বানিত করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু বিশ্বাসীরাও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারে, ঈশ্বরের গৌরব করার অঙ্গ ভঙ্গী খুব তাড়াতাড়ি এই পৃথিবীর সমস্যা দূরীকৃত করে এবং সর্বশক্তিমানের দিকে আমাদের দৃষ্টি পুনরায় নিবদ্ধ করে।

খ. প্রভু যীশুই মন্ডলীর প্রধান বা মস্তক, মন্ডলী তাঁর দেহ (ইফি ১:২২-২৩)

মন্ডলীর উদ্দেশ্য অবশ্যই সংজ্ঞায়িত হওয়া ও প্রভু যীশুর দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিৎ কারণ তিনিই
সকল কিছুর উপর অধিকর্তা। তিনি আপনাকে একটি মন্ডলী স্থাপন করার মহান দায়িত্ব পালন করবার জন্য মনোনীত করেছেন, কারণ তিনিই সকল কিছু আদি ও অন্ত। তিনিই নির্দেশনা দেন, পরিচালিত করেন, যোগান দেন ও পিতার কাছে আমাদেরকে নিয়ে আসেন। আপনার হৃদয়ে কোন ধরণের অহংকার প্রবেশ করতে দেবেন না, কারণ তিনি আপনাকে যে কাজ পূর্ণ করবার জন্য আহ্বান করেছেন সেটি মহান ও সম্মানীয় এক দায়িত্ব ।
আপনি নিজে মনে রাখবেন যে, সকল কিছুর প্রধান খ্রীষ্ট আপনাকে নিশ্চয়তা ও আস্থা দেবেন যেন আপনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারেন। প্রভুর জন্য কিছু করা নিশ্চয়ই মহান একটি কাজ, এবং সেই কাজ করতে গিয়ে মন্ডলীর প্রধান খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য পাই।

গ. পঞ্চশত্তমীর দিন থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে খ্রীষ্টের দেহ সকল বিশ্বাসীদের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে (প্রেরিত ২ অধ্যায়) এবং এই মন্ডলী তিনি যতোদিন না আসেন ততোদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। খ্রীষ্টের দেহের দুটো দিক আছেঃ

১.যারা প্রভুর যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কযুক্ত তাদের দ্বারাই বিশ্বব্যাপী মন্ডলী তৈরী হয়েছে (১করি ১২:১৩)।

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের শ্রেণী বিভাগের ধারা থাকতে পারে কিন্তু, বিশ্বব্যাপী মন্ডলীতে সে রকম কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। প্রভুর সঙ্গে যে সমস্ত লোকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে তারাই এই মন্ডলীর সদস্য। তারা কতো ধনী,

বা গরীর, বা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, যুব বা বৃদ্ধ, তাতে কিছুই আসে যায় না। ঈশ্বর কোন ব্যক্তির এই সব বিষয় বিবেচনা করেন না। তিনি চান যেন আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখি ও তাঁর কাছে সমর্পিত থাকি।

২. স্থানীয় মন্ডলীকে গালাতীয় ১:১-২ পদে এভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "প্রেরিত পৌল... আমার সহবর্তী সকল ভ্রাতা, গালাতীয় মন্ডলী সমীপে"। এখানে আমরা দেখতে পাই যে গালাতীয় প্রদেশে অনেকগুলো মন্ডলী ছিল-যেগুলোকে আমরা স্থানীয় মন্ডলী বলি।
একজন মন্ডলী স্থাপনকারী হিসেবে আপনাকে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন যেন আপনি একটি নির্দিষ্ট এলাকাতে তাঁর একজন প্রতিনিধি হন, যেটি বিশ্বব্যাপী মন্ডলীর একটি অংশ। আপনার মন্ডলী স্থাপনের কাজ বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়ভাবে খ্রীষ্টের দেহের ওতোপ্রতো অংশ। এ ছাড়া, স্থানীয় মন্ডলীর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। সকল মন্ডলীগুলো ও মন্ডলীর সকল ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. একটি মন্ডলী

১. কোন দালান ঘর নয়
২. কোন সম্প্রদায় বা ডিনোমিনেশন নয়
৩. এক টুকরা জমি নয়
৪. কোন ব্যবসা নয়
৫. কোন আনন্দ বিনোদনের স্থান নয়
৬. কোন সামাজিক ক্লাব নয়

যদিও বিল্ডিং, জমি, সম্পদ ও সামাজিকতার মূল্য আছে, কিন্তু মন্ডলী যেন কখনই এই সব দিয়ে সংজ্ঞায়িত না হয়। একটি মন্ডলীকে কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের আরাধনা, প্রার্থনা, বাইবেল অধ্যয়ন ও মিশনের সম্মিলন বলে বিবেচনা করা উচিৎ। এবং আপনার স্থানীয় মন্ডলীকে উপরোক্ত এই সব জিনিষ বা বিষয়ের সঙ্গে কখনই সংযুক্ত করা উচিৎ নয়।

একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে, মন্ডলীতে উপযুক্ত মূল্যবোধ প্রয়োগ করা আপনার দায়িত্ব। এবং আপনার স্থানীয় মন্ডলীকে এই সব জিনিষ বা বিষয়ের সঙ্গে কখনই সংযুক্ত করা উচিৎ নয়। মানুষ বা সদস্যদের জীবন পবিত্র আত্মার বাস করবার স্থান, প্রভু ঈশ্বর কখনই এই পৃথিবীর কোন মন্দির বা গীর্জে ঘরে বাস করেন না।

৪. একটি মন্ডলী স্থাপন করবার জন্য উৎসাহদান

(প্রশিক্ষণের সময় কাল কমবেশী ৬০ মিনিট)

ক. ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ব্যক্তিগত দর্শন বা স্বপ্ন ও আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েই মন্ডলী স্থাপনের জন্য উৎসাহ পেতে হবে।

১. সব সময়ে এটিই মন্ডলী স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ। আপনার কী করা উচিৎ বা সাধন করতে হবে সে বিষয়ে ঈশ্বরই আপনাকে একটি ধারণা দেবেন। এই দর্শন বা স্বপ্ন পবিত্র শাস্ত্র পড়তে পড়তে, রাতে স্বপ্ন হিসেবে আসতে পারে যেটিকে অবশ্যই অন্যেরা সমর্থিত করবেন, এবং সেই সঙ্গে কোন ভাববানী, বা আপনার হৃদয়ে একটি এলাকা, বা কোন বিশেষ লো গোষ্ঠি বা কোন দলের লোকদের জন্য কোন অভূতপূর্ব বোঝা বা চাপ থাকতে হবে (প্রেরিত ১৩, প্রেরতি ১৬:৯-১০ পদ)।

কোন কোন মন্ডলী স্থাপকেরা প্রথমে ঈশ্বরের সেই আহ্বানের সাড়া দিয়ে থাকেন, কিন্তু পরে তারা অন্য দিকে চলে যান। কেহ কেহ স্বার্থজনিত উচ্চাশায় মন্ডলী স্থাপন করে থাকেন। কোন কোন মন্ডলী স্থাপকেরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে শুরু করেন, কিন্তু সফলতা পেয়ে অন্য উদ্দেশ্য লাভের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

যারা এভাবে ঝুঁকে পড়েন তারা

ক) তাদের সফলতার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে করেন
খ) সফলতার চিহ্ন (সুনাম, সম্পদ, ক্ষমতা, জাগতিক জ্ঞান) দ্বারা আপ্লুত হয়ে যান
গ) সততার অভাবে (অনৈতিকতা, স্বার্ঘপরতা, অহংকার, কর্তৃত্বপরায়নতা) ভোগেন
ঘ) অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ হন (২ করি ১০:১২)
ঙ) অস্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত থাকেন (রুতের বিবরণ ১০:৪১-৪২)
চ) কাজ করতে গিয়ে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতেও প্রস্তুত থাকেন ।

২. যদি মন্ডলী স্থাপনের সেই স্বপ্ন বা দর্শন, আহ্বান বা ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসে, সেখানে নিশ্চয়ই ব্যর্থতা আসবে। আপনি আহূত- একথাটি জানা শুধু যথেষ্ট ভালো ধারণা নয়, এটি নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণও বটে (গীত ১২৭:১)।

আহ্বান করা পবিত্র আত্মার কাজ। কিন্তু, কিন্তু নেই আহ্বান বাদ দিয়ে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়া মাংসিক কাজ। সেই দর্শন, আহ্বান বা ইচ্ছে পবিত্র আত্মার মধ্যে গভীরভাবে সংগ্রথিত থাকতে হবে।

খ. আপনি যে আহূত সেটি জানার উপকারীতা

১. সহকর্মী হবার উদ্দেশ্যের উপরে আপনি জোর দিন।

একজন সহকর্মী হিসেবে আমরা সেই স্বপ্ন পূর্ণ করার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি ও সাহায্য লাভ করেছি। পবিত্র আত্মা ছাড়া আমাদের নিজেদের উপর ভিত্তি করে সকল প্রচেষ্টা পরিচালনা করার অর্থ আমরা অনুমান করি ও নিজেদেরকে একঘরে করে ফেলি। এ ছাড়া, এটি অহংকার ও স্বার্থপরতার প্রকাশ। সহকর্মীরা দ্রুত পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভরশীল হয়, তারা স্বার্থপর হয়না, তাদের সফলতার জন্য নিজেদের বিষয়ে কোন দাবী ধরে রাখে না।

২.আশীর্বাদ ও যোগান লাভ করা (ফিলিপীয় ১:৩-৬)

কোন একজন ব্যক্তি বলেছেন," যেখানে ঈশ্বর নির্দেশনা দিয়ে নিয়ে যান, সেখানে তিনি যোগান দেন"। আবার অন্যরা বলেছেন, "ঈশ্বর যা কিছুর জন্য ফরমাশ দেন, তিনি তার মূল্যও পরিশোধ করেন।" এই সব কথাগুলো দ্বারা ঈশ্বরের সত্য ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ বোঝা যায় আদিপুস্তক ২২:১৪ পদে আছে ঈশ্বরের নাম 'যিহোবা যিরি' । এই নামটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'সদাপ্রভু যিনি দেখেন', বা 'সদাপ্রভু যিনি এটি দেখবেন'। যোগান দান ও আশীর্বাদ সেই সব লোকদের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে ও দেওয়া হবে যারা বাধ্যতায় ঈশ্বরের পথে চলে।

৩. পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস ও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া (ইব্রীয় ১২:১-৩; ২ থিষলনকীয় ৩:৫; যাকোব ১:২-৪)।

আমাদের নিজেদের কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ করার ও পাপ করার জন্য প্রলোভনের উপর জয়লাভ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা কখনই এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে সফল হবে না। যতোদিন আমরা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকি, আমরা প্রতিদিন পতিত হওয়ার সাথে ও পাপকাজ করার সাথে যুদ্ধ করবো। আমাদের দূর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে খ্রীষ্ট সম্পূর্ণভাবে জানেন, এবং তাঁর মধ্যেই, আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন দয়া পেয়ে থাকি (ইব্রীয় ৪:১৪-১৬, বিলাপ ৩:২২-২৩)। আমরা যখন আমাদের পাপের বিষয়ে ও আমাদের অক্ষমতার বিষয়ে পাপ স্বীকার করবো, ঈশ্বর আমাদেরকে পরিষ্কৃত, সুস্থ ও পুনঃস্থাপিত করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন (১ যোহন ১:৯)।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন, "... আর আইস, আমরা সৎকর্ম করিতে নিরুৎসাহ না হই, কেননা ক্লান্ত না হইলে যথা সময়ে শস্য পাইব' (গালা ৬:৯)। আপনার পরিবেশ পরিস্থিতি কতোটা ভয়ানক তাতে কিছু যায় আসে না, ঈশ্বর যে আপনাকে এই সবের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন সে বিষয়ে কখনও সাহস হারাবেন না। ধৈর্য ধরুন, খ্রীষ্টের দিকে সাহায্যের জন্য তাকিয়ে থাকুন, এবং মনে রাখবেন যে এই সব পরীক্ষা আপনার ধৈর্য বৃদ্ধি করবে, এবং ধৈর্য আপনাকে ও আপনার পরিচর্যা কাজকে বিশ্বাসের এক দৃঢ় সাক্ষী হিসেবে গড়ে তুলবে।

গ. মন্ডলীর স্থাপন করবার জন্য ঈশ্বরীয় আহ্বান ও দর্শনকে গ্রহণ করা

১. আপনি গ্রহণ করেন আর না করেন, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে মন্ডলী স্থাপনের জন্য আহ্বান করতে পারেন। যেমন:

ক. একটি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য হতে ঈশ্বর মোশিকে তাঁর সেবা করবার জন্য আহ্বান করেছিলেন

খ. গিদিয়নকে ঈশ্বর বিচারক হিসেবে আহ্বান করলেন যখন তিনি গম ভাঙ্গাচ্ছিলেন

গ. নীনবীতে যাবার জন্য ও সেখানকার লোকদের কাছে অনুতাপ করতে আহ্বান করবার জন্য যোনাকে আহ্বান করলেন ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের ডাকের কথা না শুনবার ও তাঁর বাধ্য না হবার জন্য যোনা পালিয়ে যাচ্ছিলেন ।

ঘ. ঈশ্বরের আদেশের বাধ্য থাকা বলি উৎসর্গ করার চেয়েও উত্তম (১শমূয়েল ১৫:২০-২৬)।

২. ঈশ্বরের কাছে জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করুন ও তাঁকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভাবে জিজ্ঞেস করুন (যাকোব ১:৫,৬)।

ক. আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন তিনি কি আপনাকে কোন মন্ডলী স্থাপন করতে বলছেন?

খ. আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন তিনি কোথায় আপনাকে মন্ডলী স্থাপন করতে বলছেন?

গ. আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন তিনি কখন আপনাকে কোন মন্ডলী স্থাপন করতে পরিচালনা দেবেন ?

ঘ. আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন তিনি কীভাবে আপনাকে কোন মন্ডলী স্থাপন করতে পরিচালনা দেবেন?

ঈশ্বর আপনার প্রশ্ন শুনে ভীত হন না। সেই সঙ্গে তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেও ভয় পান না। প্রায়ই আমরা ঈশ্বরকে সঠিক প্রশ্নটি করতে ব্যর্থ হই, এবং সেজন্য, তাঁর আহ্বানের প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়া খুব সহজেই অন্য দিকে চলে যেতে পারে।এমন কি প্রেরিত পৌলকে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মেসিডোনিয়াতে যেতে আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে পৌলকে সেখানে যেতে হবে ও সেখানে

কর্নেলিয়াস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে। পবিত্র আত্মার পরিচালনায়, সেখানে একজন ব্যক্তি ইতোমধ্যেই এই জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ও প্রভুর সুসমাচার শুনতে ও তা গ্রহণ করতে অপেক্ষা করছিলেন। স্পষ্ট নির্দেশনার ও জ্ঞানের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা সত্যিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. এ বিষয়ে তিন বা চারজন ঈশ্বর ভক্ত লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ চান (হিতোপদেশ ১১:১৪)।
   ক. এই বিষয়টি ভালো করে যাচাই নেবেন যে তাদের মধ্যে অন্তত দুজনের মন্ডলী স্থাপনের ও মন্ডলীতে পালকীয় পরিচর্যার অভিজ্ঞতা আছে।
   খ. যখন সত্যিই মন্ডলী স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন তখন জিজ্ঞাসা করুন এই বিষয়ে আপনার সবলতা ও দূর্বলতা কী কী আছে সে বিষয়ে তাদের মতামত কি।

বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ নেতাদের পরামর্শ ও জ্ঞান আপনাকে নিশ্চয়ই আপনার জীবনে কোন হৃদয় বিদারক বিষয় হতে রক্ষা করবে, এবং যে কোন সমস্যা হতে উত্তীরণের জন্য বা তা এড়িয়ে যাবার জন্য সাহায্য করবে। যে সমস্ত লোকেরা ইতোমধ্যে মন্ডলী স্থাপনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তারা তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে আপনার কাছে অনেক কিছু শেয়ার করতে পারেন।

তাদের পরামর্শ শুনতে তৎপর হোন, কিন্তু কাজ করতে যাবার আগে সে সব পরামর্শ প্রার্থনাপূর্বক প্রভুর রাখতে ভুলবেন না (যাকোব ১:১৯) যেমন অন্যরা আপনার জীবনে তারা যে সব বিশেষ বিশেষ ব্যর্থতা বা দূর্বলতা দেখেছেন তার কথা বলতে পারেন, সেগুলো নম্রতার সাথে শুনতে ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকুন। যদি আপনাকে দেওয়া তাদের পরামর্শ আপনার পছন্দ না হয়, আপনি কষ্ট পাবেন না, কিন্তু প্রার্থনাপূর্বক এই সব পরামর্শগুলো প্রভুর কাছে বলুন, এবং তাঁকেই তাঁর সমর্থন ও তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের জন্য অনুরাধ করুন।

৪. প্রার্থনা ও উপবাস করুন এবং আপনার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ঈশ্বরকে নির্দেশনা দিতে বলুন (প্রেরিত ১৩)।
   ক. পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেন (যোহন ১৪:২৬)
   খ. আপনি আপনার নিজের আহ্বান বদলাবেন না ও সে অনুযায়ী কাজ করবেন না বা নিজে নিজে তা তৈরী করবেন না!

এই আত্মোৎসর্গমূলক প্রার্থনা জোরদার ফল দেয় (ইষ্রা ৮:২১-২৩, যিশাইয় ৫৮:৬)। পুরাতন ও নতুন নিয়মের সর্বত্র আমরা দেখতে পাই যে উপবাস করা ও প্রার্থনা করার নিয়মানুবর্তিতা সকলের কাছ থেকে আশা করা হয়েছে এবং সব সময়ই বিশাল কোন আনন্দদায়ক ঘটনার জন্ম দিয়েছে।
মোশি কমপক্ষে দুবার চল্লিশ দিন ধরে উপবাস করেছিলেন। প্রভু যীশুও চল্লিশ দিন ধরে উপবাস করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে উপবাস করতে বলেছেন। রাজা দায়ূদ নিজেকে নত নম্র করে উপবাস করেছিলেন। বিশ্বাসীদেরকে তাদের কোন সমস্যার সমাধান ও বিশাল কোন ফল লাভের জন্য, প্রভু যীশুর সঙ্গে আরোও গভীর সম্পর্ক স্থাপন, জীবনের রূপান্তর, ব্যক্তিগত জীবনে আত্মিক উদ্দীপনা, ও অপার্থিব আশীর্বাদ লাভের লক্ষ্যে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থনা ও উপবাস আত্মিক যুদ্ধের একটি প্রয়োজনীয় রূপ। হয় মন্ডলী স্থাপনের পামিক অবস্থায় বা যদি আপনি মন্ডলীর স্থাপনের পথে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে থাকেন- যখন মনে হবে যে আপনি এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য,তখন এই সময়েই এই সমস্যার উর্দ্ধে উঠবার জন্য আপনাকে প্রার্থনা ও উপবাস করতে হবে।

৫. আপনি আপনার স্থানীয় মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সমর্থন গ্রহণ করুন (প্রেরিত ১৩)।
   ক. প্রেরিত পৌল ও বার্ণবাকে আহ্বান করে প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ মন্ডলী তাদের আহ্বান বুঝতে পেরেছিল।

খ. একটি আত্মিক-মনা সুস্থ মন্ডলীতে সেবা করলে আপনিও সেই একই ধরণের সমর্থন ও প্রচারের জন্য প্রেরিত হবেন।

যদি আপনি এখন কোন স্থানীয় মন্ডলীতে সেবা কাজ করতে থাকেন, তাহলে আপনি সেই মন্ডলীর নেতৃবর্গের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন, এবং তাদের সমর্থন গ্রহণ করুন। আপনি যদি কোন স্থানীয় মন্ডলীতে পরিচর্যা না করেন, কিন্তু বাইবেল স্কুলে একজন ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করেন, বা আপনি আপনার মন্ডলীতে কেবলমাত্র একজন বিশ্বাসীমাত্র, তাহলে সম্ভব হলে অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে পরামর্শ নিন।

আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানে মন্ডলীর সমর্থনের ফলে প্রায়ই আপনি যখন মন্ডলী স্থাপনের জন্য বাইরে যাবেন আপনি প্রার্থনা, সহায়তা ও আশীর্বাদ লাভ করবেন। কিন্তু, যদি আপনি কোন রূপ সমর্থন ছাড়াই কোন চেষ্টা করেন, আপনার এই সিদ্ধান্তকে এক ধরণের বিদ্রোহ বা মন্ডলী বিভক্ত করার চেষ্টা বলে ধরে নেওয়া হবে।

৬. আহ্বানের সমর্থন হিসেবে অন্তরে শান্তির জন্য প্রার্থনা ও আকাঙ্খা করুন (যোহন ১৪:২৭)

ক. অনেক ধরণের বাস্তব সমর্থনের পরে, মন্ডলী স্থাপনকারীকে নিশ্চিত হতে হবে ও অন্তরে শান্তি অনুভব করতে হবে (ফিলিপীয় ৪:৬,৭)

এটি আশা করাই যায় যে, এই পর্যায়ে কোন না কোন ধরণের দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা আসতে পারে। কিন্তু, এই দুশ্চিন্তার মতো কোন অনুভূতি যেন কখনোই আপনাকে নিস্তেজ করে না দেয়। ঈশ্বর অপার্থিবভাবে আপনাকে শান্তি ও সান্তনা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই সময় হতেই আপনি আরোও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন।

শান্তি ও একতা আপনার হৃদয়ে যেন রাজত্ব করে এবং আপনি যদি বিবাহিত হন, আপনার স্বামী/স্ত্রীর জীবনেও যেন তা হয়। ঈশ্বর একতা ও শান্তিকে আশীর্বাদ করেন, কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় যে, যদি আপনার স্ত্রী/স্বামী ও পরিবারের অন্যান্যরা একতার মধ্যে না থাকেন, আপনি প্রকৃত শান্তি কখনই উপলব্ধি করতে পারবেন না।

৭. ঈশ্বর কখনই দ্বন্দ বা মতভেদ সৃষ্টির জন্য কথা বলেন না। এমন কি যখন আপনি চারিপাশে অসন্তোষজনক পরিস্থিতিতে থাকেন, ঈশ্বরের নির্দেশনা পালন করার মধ্য দিয়েই আপনি অন্তরের শান্তি লাভ করবেন (ইফিষীয় ১:১৭-১৮; লূক ১০:২১)।

সদাপ্রভুর নির্দেশনা প্রায়ই খুব সহজ সরল হয়। এমন কি যদিও ঈশ্বরের মহত্ব অনেক বিশাল ও আমাদের বোধের অতীত, তাঁর নির্দেশনা এমনভাবে আমাদের কাছে আসে যা আমরা সহজেই বুঝতে পারি ও তা প্রয়োগও করতে পারি।

৫: আপনার মন্ডলীর জন্য দর্শন/স্বপ্ন ও ধরণ

(প্রশিক্ষণের সময়কাল কমবেশী ৪৫ মিনিট)

ক. মূল্যবোধ হলো কীভাবে আপনার পরিচর্যা পরিচালিত করতে হবে তার আচরণ বিধির মধ্যে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার (যেগুলো সব চাইতে প্রথমে করতে হবে) দেওয়া নীতিমালা। এই নীতিমালা আপনার পরিচর্যার ও আপনার মন্ডলীর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর দিকে আলোকপাত করে।

আপনার মূল্যবোধগুলো এমন সব বিষয় যেগুলো আপনি যেভাবে জীবন যাপন করেন ও কাজ করেন সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোই আপনার অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করবে, এবং এই মূল্যবোধগুলোই সেই মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে যে আপনার মন্ডলী স্থাপনে ও আপনার জীবনে আপনি যে সফলতা আশা করছেন তা লাভ করেছেন কি-না।

যখন আপনি ও আপনার মন্ডলী এমনভাবে আচরণ করেন যা আপনার মূল্যবোধের সমরূপ, তখন আপনি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু যখন এগুলো আপনার ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খায় না, তখনই নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, এবং দ্রুত অশান্তি ও হতাশা চলে আসে।

১. প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনার কাছে প্রকাশ করেন কোন কোন বিষয় তাঁর মন্ডলীর জন্য তাঁর মনের মতো (গীত ১২৭:১)।

২. প্রভু প্রায়ই আপনার কাছে আপনি যে সব মূল্যবোধ নিয়ে চলেন তার উপর ভিত্তি করে তাঁর মন্ডলীর জন্য তাঁর স্বপ্ন প্রকাশ করবেন। নীচে দেওয়া এই সব মূল্যবোধগুলো নিয়ে চিন্তা করুন এবং দেখুন এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ:

- --- সুসমাচার প্রচার: অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন, প্রচার, ভালোবাসার কাজ
- --- শাস্ত্র বাক্য ভিত্তিমূলক শিক্ষা
- --- কয়েকটি নৃগোষ্ঠির কাছে পরিচর্যা
- --- সৃজনশীলতা
- --- দক্ষতা
- --- আরাধনা
- --- একজন আরেকজনকে শিষ্য গঠন করা
- --- ছোট ছোট দলে পরিচর্যা
- --- সামজিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া
- --- গুণগতমানসম্পন্নভাবে শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা
- --- মন্ডলীর সদস্যরা পরিচর্যাতে সম্পৃক্ত হওয়া
- --- শাখা মন্ডলী স্থাপন করা
- --- বিদেশে প্রচার
- --- অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা
- --- সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সঙ্গীত
- --- দলগতভাবে পরিচর্যাকাজ করা (অনেক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক)
- --- ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা
- --- সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ততা
- --- সামাজিক সম্পৃক্ততা
- --- পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া

- --- সদস্যদের যত্ন নেওয়া
- --- প্রার্থনা কেন্দ্রিক পরিচর্যা
- --- সমসাময়িক ধরণ
- --- অন্যান্য- -

উপরের এগুলো হতে আপনি যেগুলোকে বাছাই করেছেন, অথবা এই সবের বাইরে অন্য কিছু লিখেছেন, তার উপর ভিত্তি করে আপনি বুঝতে পারবেন কোন ধরণের মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকারগুলো আপনার মন্ডলী ও পরিচর্যাগুলোকে পরিচালিত করবে। এই সব মূল্যবোধগুলো মূলত আপনার হৃদয়ের বা আপনি একজন নেতা হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য যে আশা ও ইচ্ছা পোষণ করেন তার ছবি।

৩. আপনার মূল্যবোধগুলো আপনার দর্শণ বা স্বপ্নকে জিইয়ে রাখবে। যদি আপনি সুসমাচার প্রচারকে আপনার মূল্যবোধ হিসেবে ধরেন, তখন আপনি একটি সমাজের লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করে তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখবেন। যদি আপনি শাখা মন্ডলী স্থাপনকে আপনার মূল্যবোধ হিসেবে ধরেন, তখন আপনি অনেকগুলো ছোট ছোট মন্ডলীর স্বপ্ন দেখতে থাকবেন। আপনি যদি প্রার্থনাকে মূল্যবান মনে করেন, তখন আপনি একটি প্রার্থনাশীল পরিচর্যার স্বপ্ন দেখবেন। আপনি যদি ছোট ছোট দলের মধ্যে সুসমাচার প্রচারকে মূল্যবাধ হিসেবে ধরেন, তাহলে আপনি এমন একটি মন্ডলীর স্বপ্ন দেখতে থাকবেন যা বিভিন্নভাবে পরিচর্যা করে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খ. একটি ভিশন স্টেটমেন্ট বা পরিচর্যার দর্শন প্রকাশকারী বিবৃতি বলতে কী বোঝায়?

১. ভবিষতে মন্ডলী স্থাপনের জন্য আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।
২. আপনি আপনার মন্ডলী কী রকম হবে ও কী করবে তার প্রকাশ
৩. ঈশ্বরের মন্ডলীর জন্য বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি।
৪. এটি সদাপ্রভুর কাছে সন্তোষজনক (ইব্রীয় ১১:১,২; ৬)।

গ. আপনার স্বপ্ন/দর্শনের বিবৃতি লেখা

১. আপনার মন্ডলী স্থাপনের কাজে আপনি ঈশ্বরের কাছে কী প্রত্যাশা করেন?
২. এই কাজ সাধনের জন্য আপনি কীভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন?
৩. মনে রাখবেন যে আপনার স্বপ্ন-বিবৃতি আপনার হৃদয় উন্মোচিত করবে।
৪. আপনার স্বপ্ন-বিবৃতি যেন সংক্ষিপ্ত ও সব ধারণা প্রকাশ করে
৫. আপনার স্বপ্ন-বিবৃতি ২ থেকে ৩টি বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে।

ঘ. আপনার মন্ডলীর পরিচর্যার ধরণ নির্দ্ধারণ করা

১. সেই কৃষ্টিতে ও জনমানুষের জন্য কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?
২. জনমানুষের প্রয়োজন কি? প্রথমে আপনি অভ্যন্তরীণভাবে নীরিক্ষা করে দেখবেন আপনি একজন মন্ডলী স্থাপক হিসেবে কী দেবেন? আপনি আপনার ঈশ্বরীয় দান, দক্ষতা, ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করবেন।

অভ্যন্তরীণভাবে নীরিক্ষা করে দেখার জন্য আপনাকে এই ধরণের প্রশ্ন করতে হবে:

- আপনার আত্মিক জীবনের বাস্তব অবস্থা কী?
- আপনার পরিচর্যা ও জীবনে সব কিছু প্রকৃতভাবে কেমন চলছে?
- আপনার জীবনে কোন কোন সমস্যা ও অবস্থা আছে যার বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করছেন?
- আপনার নিজের জীবনের বাধা ও সীমাবদ্ধতা কী কী?

- আজকে আপনি মারাত্মক কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন?
- আপনার জীবনে সফলতা ও বিজয় কোন কোন বিষয়ে আছে?
- আমার বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন কি সুন্দরভাবে চলছে?

এই প্রশ্নগুলো আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে আপনি আপনার জীবনে ও আপনার পরিচর্যাতে কেমন করছেন। যে স্থানে আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রয়োজন আছে আপনার অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ আপনার জীবনে সেই সব স্থানে আপনাকে শুদ্ধীকরণ করতে ও পুনঃশক্তিলাভ করতে সাহায্য করবে । একটি মন্ডলী স্থাপন করার পূর্বে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা ও মূল্যায়ণ ছাড়া, আপনার বিফল হবার বা এমন এক মন্ডলী স্থাপন করবেন যা প্রথম থেকেই অকার্যকর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

দ্বিতীয়ত, বাইরে থেকে করা মূল্যায়নও বিবেচনা করবেন যাতে আপনি মন্ডলী স্থাপনের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে পারেন। যদি সেখানে নির্দিষ্ট কোন জোরদার সমস্যা, বিষয় বা প্রয়োজন থাকে, তাহলে বিবেচনা করবেন সবচেয়ে ভালো কোন পদ্ধতিতে বা উপায়ে এই সব বিষয়গুলো সংযুক্ত করা ও দূর করা যাবে।

বাইরে থেকে নীরিক্ষা করে দেখার জন্য আপনাকে এই ধরণের প্রশ্ন করতে হবেঃ

- আপনার সংস্কৃতির বাস্তব অবস্থা কী?
- আপনার সমাজে কী ঘটছে যা আপনার মন্ডলীতে সমস্যার সৃষ্টি করছে?
- আপনার মন্ডলীতে কী ঘটছে যা আপনার সংস্কৃতিতে সমস্যার সৃষ্টি করছে?
- কোন কোন ধরণের সমস্যা লোকেরা সমাধান করতে চেষ্টা করছে?
- কোন ধরণের ধারা বাইরে চলছে ?
- যদি স্বর্গ হতে আপনার মন্ডলীর মধ্য দিয়ে আপনার সমাজকে জয় করে নেওয়া হতো তাহলে কেমন দেখাতো?

এই সব প্রশ্নগুলো আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে আপনার সমাজ চলছে, এবং সেখানে কোন কোন ধরণের প্রয়োজনগুলা বেশী জরুরী। এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি সঠিকভাবে বহিঃপ্রচার (বাইরের লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার) করতে ও মানুষের প্রয়োজনগুলো মিটাবার জন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে পারবেন।

সমাজের লোকদের সাথে আপনি ও আপনার মন্ডলী স্থাপনের পরিচর্যা কাজের মধ্যে একটি সম্পর্কের সেতু গড়ে তুলুন (১ করি ৯:১৯-২৩)।

সম্পর্কের একটি সেতুর মধ্য দিয়ে আপনি আপনার উদ্দিষ্ট জনগণের মন ও হৃদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কথা বার্তা বলতে ও তাদেরকে পরিচর্যা করতে পারবেন।

এর পরে, আপনি ছাত্রদেরকে তাদের দর্শণ-বিবৃতি লিখবার জন্য ২০-৩০ মিনিট সময় দিন। তাদের মধ্য হতে অনেককে তাদের লেখা স্বপ্ন-বিবৃতি পড়ে শোনাবার সুযোগ দিন।

যদি তারা স্বপ্ন-বিবৃতি লেখার বিষয়ে ভুল বুঝে থাকে এই সময়ে আপনি তাদেরকে দলগতভাবে কোচিং করবার ও নির্দেশনা দিন।

এই সেশনটি নীচে দেওয়া বিশেষ বক্তব্য দিয়ে শেষ করুনঃ (কমবেশী ১৫ মিনিট সময়কাল)

ঙ. জবাবদিহিতা ও সমর্থনের জন্য আপনি অন্যদের সাথে শেয়ার করুন, পুনরালোচনা করুন ও সংশোধিত করুন

১. একজন নেতা হিসেবে, পরিচর্যার মূল্যবোধ, দর্শন (স্বপ্ন) ও ধরণ অন্য নেতাদের বা সম্ভাবনাময় নেতৃকর্গের সাথে শেয়ার করা উপযুক্ত।

২. আপনার একসঙ্গে প্রতিটি উপাদান পুনরালোচনা করতে পারেন ও সেগুলোর উদ্দেশ্য বিবেচনা করে পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন যেন তিনি অবিরামভাবে সমস্তকার্যক্রমের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সকল কিছু স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনও তাদের নিজ নিজ ভূমিকা জ্ঞাত করেন।

৩. বিশ্বস্ত পরামর্শ লাভের পরে আপনি আপনার পরিচর্যার মূল্যবোধ, দর্শন(স্বপ্ন) ও ধরণ পুনঃসংশোধিত করবেন।

ক. অন্যান্য অভিজ্ঞ নেতৃবর্গের কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে আপনি আপনার সময়, শক্তি ও সম্পদ বাঁচাতে পারবেন।

খ. অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনা করলে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠি ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারবেন।

গ. ঈশ্বরভক্তদের নিকট হতে সুপরামর্শ আপনাকে যে বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ও যেগুলো বাহ্যিক সেগুলোর উপরে আলোকপাত করতে সাহায্য করবে।

ঘ. যদি কোন ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, আপনি আপনার মূল্যবোধ, দর্শন(স্বপ্ন) ও ধরণের সেই সংশোধন করুন যা পরে আপনার মন্ডলী স্থাপনের পরিচর্যাতে ব্যবহৃত হবে।

৬. মন্ডলী স্থাপন ও কৌশল

(প্রশিক্ষণের সময় কাল কমবেশী ৪৫ মিনিট)

ক. মন্ডলী স্থাপন ও উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করা ঈশ্বরের কাজ

মন্ডলী স্থাপন ও উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করা নিজেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক করার জন্য বাছাই করা ও বাস্তবায়ন করার কাজ। হিতোপদেশ ২৯:১৮ পদে বলা হয়েছে যে দর্শন ছাড়া জাতির উচ্ছৃঙ্খল হয়।

১. দর্শন বা স্বপ্ন কথাটির অর্থ হলো ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

২. উচ্ছৃঙ্খল কথাটির অর্থ হলো বল্গাহীন হওয়া, উদ্দেশ্য বা দিশাহীন হওয়া ।

ক. সৃষ্টির সব কিছুর জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে (যিশাইয় ৩৭:২৬)

খ. ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিকল্পনা করেন (যিরমিয় ২৯:১১)

গ. কৌশলগত পরিকল্পনা সমস্ত পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে

- যিথ্রো মোশিকে কৌশলগতভাবে দায়িত্ব বিভাগ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (যাত্রা ১৮:১-২৭)
- যিরীহো কীভাবে বিজয় করতে হবে সে বিষয়ে ঈশ্বর যিহোশয়কে ঈশ্বর নির্দেশনা দিয়েচিলেন (যিহোশূয় ৬)
- যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য নহিমিয় পরিকল্পনা করে লোক নিয়োগ করেছিলেন (নহিমিয়)।
- প্রভু যীশু সুসমাচার প্রচারি করবার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়োগ করবার , প্রশিক্ষণ দেবার ও বাইরে পাঠাবার পরিকল্পনা করেছিলেন (প্রেরিত ১:৮)
- প্রেরিত পৌল এমন স্থানে প্রচার করবার পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে এর আগে কেউ প্রচার করেন নি (রোমীয় ১৫:২০)।

খ. অনেক লোকেরই দর্শন ছিল কিন্তু খুব কম লোকেই একটি পরিকল্পনা ও কৌশল তৈরী করেন যেটি তারা বাস্তবায়ন করতে পারবেন। মন্ডলী স্থাপনকারীকে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে ও সংগতিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সময় নিয়ে প্রচেষ্টা করতে হবে (যাকোব ৪:১৪,১৫)।

১. যোষেফের জীবন বিবেচনা করুন এবং কীভাবে ঈশ্বর ব্যথা বেদনা যাতনা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েও তাঁকে উচ্চ পদান্বিত করেছিলেন যেন তিনি প্রশাসন, সংগঠন ও পরিকল্পনা শিখতে পারেন।

২. যোষেফ শিখেছিলেন কীভাবে প্রশাসনিক বিষয়গুলোর প্রতি বিবেচনা করতে হবে যেন সেগুলো করার পরে তাঁর নিজের পরিবারের ও পরবর্তী বছরগুলোতে দেশে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় সম্পূর্ণ রাজ্যের প্রতি যত্ন নিতে পারেন।

৩. পরিকল্পনার প্রক্রিয়া এমন ছিল যাতে প্রভু যীশু মানুষের যোগান দানের ও আশীর্বাদের আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারেন।

গ. কৌশল যেন অবশ্যই স্পষ্টভাবে লিখে রাখা হয় ও পরিমাপযোগ্য হয়।

১. একটি পরিকল্পনাতে অবশ্যই স্পষ্টভাবে কাজ করার বিষয়গুলো ও দায়িত্ব লেখা থাকবে

২. প্রতিটি কাজের বিষয় বা দায়িত্বের যেন আকাঙ্খিত ফলের উল্লেখ করা থাকে।

৩. প্রতিটি ফল যেন হয় সংখ্যায় বা সময় দ্বারা পরিমাপযোগ্য হয়

৪. এই সব বিষয়গুলো একটি ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতে হবে যাতে পরিচর্যায়ে উন্নতি সহজেই দেখা যায়।

৫. যখন কৌশলের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিপূর্ণ ও সাধিত হয় তখন সেই সফল হওয়া ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিয়ে আনন্দ ও অনুষ্ঠান করা উচিৎ।

৬. ফলাফল ও সম্পাদিত বিষয় এক নয়।

ক. ফলাফল: কোন কাজ বা প্রক্রিয়ার ফলে যা হয় সেটাই ফলাফল

খ. সম্পাদিত বিষয়: কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ কিছু তৈরী করে বা উৎপাদন করে।

গ. ফলাফল রূপান্তরযোগ্য, পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলে, এবং তা বিভিন্ন ভাবে দৃশ্যমান হতে পারে। সম্পাদিত বিষয় সাধারণত সংখ্যায় গোণা যায়, এবং গুণগত মান দিয়ে নয় কিন্তু সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়।

ঘ. ফলাফল বিত্তিক উদ্যোগ সুস্থতা ও সার্বিক সৌন্দর্য, রূপান্তর ও সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি আনে।

ঙ. ফলাফল ভিত্তিক মূল্যায়ন সেই তথ্য যোগান দেবে যাতে দূর্বলতা দূরীভূত হয়ে শক্তি আসে ও যেখানে অভাব আছে সেই সমস্যার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ঘ. মন্ডলী স্থাপন ও কৌশল আপনার সম্ভাবনাকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করবে (হিতো ২৯:১৮)

১. ভালো নেতারা পরিকল্পনা তৈরী করে ও তা বাস্তবায়ন করে (হিতো ১৬:৩. গীত ৯০:১২)

২. পবিত্র আত্মা আপনাকে পরিকল্পনার প্রক্রিয়াতে পরিচালনা ও নির্দেশনা দেবেন (গীত ২০:৪; ১৬:৯; যিশা ২৮:২৯)।

৩. যখন ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত পরিকল্পনার সঙ্গে মিলে যায় তখন সম্ভাবনা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়

৪. কোন দায়িত্ব পালন করা ও আপনার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করার ফলে আপনি পরিকল্পনা ও কৌশলের পরিপূর্ণ হবার প্রক্রিয়াতে আরোও শক্তি ও উৎসাহ পাবেন ।

৫. যখন আপনি একটি দলের সহভাগিতায় আপনার দর্শন বা স্বপ্ন পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করেন আপনার সম্ভাবনা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৭. মন্ডলী পরিচালনা ও নেতৃত্ব

(প্রশিক্ষণের সময়কাল কমবেশী ৪৫ মিনিট)

পবিত্র বাইবেলে, মন্ডলীকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, স্থানীয় একটি মন্ডলী একটি জীবন্ত সংগঠন, সেটিকে খ্রীষ্টের দেহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা জানি যে, মন্ডলী একটি সংসগঠন যা খ্রীষ্ট স্থাপন করেছেন, এবং এটি পবিত্র শাস্ত্রে যে সব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেগহুলো অনুসরণ করেই পরিচালিত হয়। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত সংগঠন হিসেবে, ঈশ্বর নেতৃবর্গকে অভিষিক্ত করেছেন যেন মন্ডলীর বৃদ্ধি, বহিঃপ্রচার, সহভাগিতা ও মন্ডলীর অভ্যন্তরীণ সুস্থ্যতা বৃদ্ধি পায়। মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে, তিন মুল ধরণের মন্ডলী পরিচালনার ধারা মন্ডলীর নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই ধারাগুলোকে যেন মন্ডলীর ডিনোমিনেশন বা সহভাগিতার সঙ্গে এক করে দেখা না হয় কিন্তু, এগুলো মন্ডলীর কাঠামোর বহিপ্রকাশ যা স্থানীয় মন্ডলীর মূল উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে।

আমরা এই মূল তিন ধরণের মন্ডলীর পরিচালনা ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, এবং তারপরে আমরা পবিত্র শাস্ত্রে কী লেখা আছে তা পর্যবেক্ষণ করবো।

ক. মন্ডলীর একক নেতৃত্ব

মন্ডলীতে প্রায়ই সেই স্থানের সংস্কৃতির রাজনৈতিক ধারা অনুকরণ করা হয়েছে। তাই সেখানে দূর্বলতা ও সবলতা উভয়ই দেখা যায়। মন্ডলীর প্রাচীণ পিতৃবর্গদের দ্বারা লেখা ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মন্ডলীতে একক নেতৃত্ব শক্তিশালীভাবে স্থানীয় রোমান রাজ্যের নেতৃত্বের অনুকরণ করেছিল। যেমন রাজনৈতিকভাবে দেশের মধ্যে সম্রাট চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তেমনি বিশপ, প্রাচীণ (এলডার), পাস্টর আত্মিকভাবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনিই সকল পরিচারক (ডিকনদের) ও সদস্যদের উপরে নেতৃত্ব দিতেন। একক নেতৃত্ব ধারার মন্ডলী প্রধানত রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে বর্তমানেও আছে। যদিও এই ধরণের মন্ডলীর প্রমাসন দক্ষতা প্রমাণ করেছে কিন্তু সেখানেও দূর্নীতি প্রচুর পরিমানে রাজত্ব করে।

খ. কংগ্রিগেশনাল (মন্ডলীর সদস্যবৃন্দের) চার্চ নেতৃত্ব

সকল বিশ্বাসীদের যাজকীয় আহ্বানের উপর নতুন করে গুরুত্ব অর্পনের উপর জোর দিয়ে প্রোটেস্টান্ট চার্চগুলোতে সকল সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন জোরদার হয়েছে। এই ধরণের মন্ডলীর প্রশাসন বেশীরভাগ সময়ে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে দেখা যায় এবং এখানেও সাধারণত প্রাচীণ, পাস্টর, ডিকন ও ট্রাস্টি পদমর্যাদা সংরক্ষিত থাকে।কিন্তু, মূল ক্ষমতা প্রধানত মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে থাকে। এই সদস্যরা মন্ডলীর বাজেট, মন্ডলীর কার্যক্রম, এবং মন্ডলীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে ভোট দেবার অধিকার সংরক্ষণ করে থাকেন। এই ধারাতে

মন্ডলীতে মত পার্থক্য একটি নেতিবাচক দিক হতে পারে, কিন্তু সকলের জবাদিহিতা মারাত্মক দূর্নীতি দূর করতে পারে।

গ. এল্ডার (প্রাচীণ)দের চার্চ নেতৃত্ব

এলডার (প্রাচীণ)দের চার্চ নেতৃত্ব আরেকটি জনপ্রিয় চার্চ নেতৃত্বের ধারা। এদ্বারা বোঝা যায় যে মন্ডলী প্রাচীণদের দ্বারা পরিচালিত হয়, এই প্রাচীণেরা ডিকনদের দ্বারা সমর্থিত ও মনোনীত হয়ে থাকেন। মন্ডলীর সদস্যরা মন্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে খুব অল্প দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু নেতৃত্ব দেবার জন্য যারা বাইবেল ভিত্তিক প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তারাই মূল ক্ষমতা গ্রহন করে থাকেন। যদিও এ ধরণের মন্ডলীর প্রশাসনের ধারা মন্ডলীর সদস্যদের ও প্রাচীণদের মধ্যে "তারা ও আমরা" ধরণের বিভাগ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এই ধরণের নেতৃত্বে একটি ভারসাম্য স্তরের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন ধরণের মন্ডলীর প্রশাসন পর্যবেক্ষণ করার পরে আমরা কীভাবে আমাদের নব-স্থাপিত মন্ডলীতে নেতৃত্ব প্রচলিত করবো সে বিষয়ে প্রার্থনাপূর্বক বিবেচনা করার সুযোগ পাই ।

দলীয় কার্যক্রম: একটু সময় ধরে বিবেচনা করুন কোন ধরণের মন্ডলী প্রশাসন কাঠামোর মধ্যে আপনি অতীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই বিশেষ মন্ডলীর প্রশাসন কাঠামোর ধারার কোন কোন ভালো দিকগুলো নিয়ে কিছু লিখুন। এবারে সেই একই ধারাতে যে সব বিষয়গুলো আপনার কাছে ভালো বা বাইবেলভিত্তিক ছিল না সেগুলোও লিখুন।

ঘ. কেন মন্ডলীর প্রশাসন প্রয়োজন সে বিষয়ে তিনটি প্রধান কারণ

- এর ফলে মন্ডলীতে বাইবেল ভিত্তিক একতা আসবে
- এর ফলে আরোও আত্মিক ও সাংগঠনিক একতা আসবে
- এর ফলে আরোও নেতৃত্বের জবাবদিহিতা আসবে

যখন আপনি একটি বিশেষ মন্ডলীর প্রশাসনের ধারা বিবেচনা করেন, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে:

- এটি কি বাস্তবসম্মত?
- এটি কি ঐতিহ্যগত?
- এটি কি বিশ্বাসযোগ্য
- এটি কি সেই কৃষ্টিতে বোধগম্য?
- সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি কি বাইবেল ভিত্তিক?

আমাদের মন্ডলীর প্রশাসনকে নতুন নিয়মে আমরা যে ধরণের মন্ডলীর প্রশাসন দেখতে পাই সেটির সঙ্গে মিল রেখে করতে হবে। যদিও আমাদের এলাকাতে ও কৃষ্টিতে ও নানা ধরণের সীমাবদ্ধতায় এটি সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না-ও হতে পারে, কিন্তু মন্ডলীর প্রশাসন কাঠামোকে অবশ্যই বাইবেল ভিত্তিক নক্সা ও প্রভু যীশুর জীবন ও শিক্ষা, প্রেরিতদের ও নতুন নিয়মের মন্ডলীর দ্বারা প্রকাশিত সত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরিচালিত হতে হবে।

ঙ. মন্ডলীর প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের পদবী, ভূমিকা ও পদমর্যাদা

এল্ডার (প্রাচীণ)

পবিত্র বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের সব চাইতে বেশীবার যে টার্মটি সেই সব ব্যবহৃত হয়েছে যাদেরকে ঈশ্বর মন্ডলীতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মনোনীত করেন সেটি হলো এল্ডার বা প্রাচীণ। কোন কোন সময় 'পরিদর্শক' টার্মটিও এল্ডারের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। ১ তীমথিয় ৪:১১-৫:২ পদ থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে প্রাচীণগণকে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই সব গুণাবলির জন্য যা তারা তাদের আত্মিক বরদান, অন্তর্দৃষ্টি, চরিত্র, ও প্রভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

নতুন নিয়মে মন্ডলীর প্রাচীণেরা মন্ডলীর প্রতিটি বিষয়ে তদারকি, পরিদর্শণ ও দায়িত্বপালন করতেন যেমন তারা প্রচার করতেন, শিক্ষা দিতেন, মন্ডলীর পরিচালনা করতেন, সুপরামর্শদান করতেন, পালকীয় পরিচর্যা করতেন, ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, সদস্যদেরকে সংশোধন করতেন, তাদেরকে গড়ে তুলতেন, তিরষ্কার করতেন, অনুশাসন করতেন, ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। এছাড়া, যেমন প্রেরতি ৪:৩৬-৩৭ পদে ও প্রেরিত ১১:২৯-৩০ পদে লেখা আছে যে প্রাচীণেরা মন্ডলীর আর্থিক বিষয়টিও দেখতেন ও কঠিরভাবে নজর রাখতেন যেন কোথাও কোন ধরণের গাফিলতি বা অনৈতিকতা দেখা না যায়।

পবিত্র বাইবেল অনুসারে সিনিয়র পালককে অবশ্যই মন্ডলীর পরিচালনকারী প্রাচীণ হতে হবে।

ডিকনস বা পরিচারকগণ

নতুন নিয়মে আরেক ধরণের নেতাদের কথা বলা হয়েছে , তারা হলেন ডিকনস বা পরিচারক। এই টার্মটির আক্ষরিক অর্থ হলো ' সেবক' বা 'দাস'। যখন এই শব্দটি বিশেষ ধরণের কোন কংপ্রিপেশনাল মন্ডলীর পরিচর্যাকারীর জন্য ব্যবহৃত হয়, সেখানে এই শব্দটি দ্বারা সেই সব নর বা নারীর কথা বোঝানো হয়েছে যারা স্থানীয় কোন মন্ডলীর প্রাচীণদের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন যেন তারা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন ও পরিচর্যা করতে পারেন। একজন ডিকনের পরিচর্যা কাজ এমন একটি বরদান যেটিকে প্রেরিত পৌল স্থানীয় মন্ডলীর প্রাচীণদের থেকে ও মন্ডলীর সদস্যদের থেকে পৃথকভাবে দেখিয়েছেন (ফিলিপীয় ১:১)।

প্রেরিত

যে টার্মটি সকলকে নয় কিন্তু এমন কয়েকজনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা নতুন নিয়মে আত্মিক নেতৃত্ব পালন করেছিলেন সেই টার্মটি হলো 'প্রেরিত'। শব্দটি কোন কোন সময় তাদেরকে দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা সেই বারোজন ছিলেন যারা প্রভু যীশুর এ জাগতিক পরিচর্যার সময়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু, স্থানীয় মন্ডলীর নেতৃত্বের পরিস্থিতিতে এই শব্দটি দ্বারা বিশেষ ধরণের প্রাচীণ বা এল্ডারকে বোঝানো হয়েছে। প্রেরিত এবং বেশীরভাগ পালকদের মধ্যে পার্থক্য বের করার জন্য একটি উপায় হলো বেশীরভাগ পালকেরা এমন একজন এল্ডার যিনি নির্দিষ্টভাবে একটি স্থানীয় মন্ডলীতে পরিচর্যা করেন, কিন্তু, প্রেরিতরাও এমন একজন এল্ডার যিনি আরোও অনেক বৃহৎ পরিসরে বা এলাকায়, বা জাতীয়ভাবে বা বিশ্ব মন্ডলীতে সেবা করে থাকেন।

বাইরে 'অ্যাপস্টলিক ওভারসাইট কাউন্সিল' (প্রৈরিতিক পরিদর্শনের কাউন্সিল) স্থাপন করা হয় বিশেষভাবে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মন্ডলীর নেতাদেরকে নিয়ে যাদের পরিচর্যা কাজ ও সুনাম একটি স্থানীয় মন্ডলীর পরিসীমার অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব নেতাদের ভূমিকা হলো একটি মন্ডলীকে আত্মিক অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া, পরিচর্যা ও পরিচালনার বিষয়ে নেতাদেরকে পরামর্শদান করা, এবং যেখানে পদ শূণ্য হয় সেখানে একজন সিনিয়র পাস্টর মনোনীত করার বিষয়ে অংশ গ্রহণ করা। যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে, তখন তারা একজন সিনিয়র পাস্টরকে অনুশাসন করার বিষয়ে ভূমিকা রাখেন। সেই সঙ্গে যদি কোন সংঘাত বা দলাদলি থাকে যা সাধারণ প্রক্রিয়াতে মিটানো সম্ভব হয় না সেখানেও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাঁরা ভূমিকা রাখেন।

প্রায়ই একটি বাইরের 'অ্যাপস্টলিক ওভারসাইট কাউন্সিল' (প্রৈরিতিক পরিদর্শনের কাউন্সিল) এর সদস্যরা সেই একই দলের সদস্য যারা মন্ডলীকে মন্ডলী স্থাপন করার জন্য মন্ডলী স্থাপককে পাঠাতে সাহায্য করে থাকে, যদিও এটি সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।

প্রৈরিতিক মন্ডলী

কোন কোন মন্ডলী কোন কোন সময়ে তাদের উপরে অভিষেক লাভ করে থাকেন যা বিশ্বাসীদের একটি মন্ডলীর পরিসীমার চেয়ে অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এটি হয়তো তারা আরোও অনেক মন্ডলী স্থাপন করেছেন অথবা অন্যান্য অনেক স্থানীয় মন্ডলীর নেতৃবর্গের উপরে তাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার প্রভাবের কারণে হতে পারে। এই ধরণের মন্ডলীকে কোন কোন সময় "অ্যাপস্টলিক চার্চ" (প্রৈরিতিক মন্ডলী) বলা হয়ে থাকে। এই কথা দ্বারা কোন ডিনোমিনেশন বা ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য নয়, কিন্তু, বরং, এই মন্ডলীর কাজ ও প্রভাবকে পরিষ্কার করার জন্য বলা হয়। এই ধরণের মন্ডলীর সিনিয়র পাস্টর সকলের মতো একজন সাধারণ স্থানীয় মন্ডলীর পাস্টরের মতো কাজ করেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে একজন প্রেরিত এর মতো কাজ করেন যেখানে তিনি খ্রীষ্টের দেহের বৃহত্তর ক্ষেত্রের কিছু অংশের মধ্যে ব্যবহৃত হন।

কোন কোন স্থানীয় মন্ডলী কোন কোন সময়ে তাদের উপরে অভিষেক লাভ করে থাকেন যা বিশ্বাসীদের একটি মন্ডলীর পরিসীমার চেয়ে অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এটি হয়তো তারা আরোও অনেক মন্ডলী স্থাপন করেছেন অথবা অন্যান্য অনেক স্থানীয় মন্ডলীর নেতৃবর্গের উপরে তাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার প্রভাবের কারণে হতে পারে। এই ধরণের মন্ডলীকে কোন কোন সময় "অ্যাপস্টলিক চার্চ" (প্রৈরিতিক মন্ডলী) বলা হয়ে থাকে যে টার্মটির দ্বারা ঈশ্বরের ত্রিত্ব সম্বন্ধে ধর্মীয় একটি মতবাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার উর্দ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরণের মন্ডলীর সিনিয়র পাস্টর সকলের মতো একজন সাধারণ স্থানীয় মন্ডলীর পাস্টরের মতো কাজ করেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে একজন প্রেরিত এর মতো কাজ করেন যেখানে তিনি খ্রীষ্টের দেহের বৃহত্তর ক্ষেত্রের কিছু অংশের মধ্যে ব্যবহৃত হন।

চ. নেতৃত্বের জবাবদিহিতার জন্য মন্ডলীর প্রশাসন একান্ত প্রয়োজন

স্পষ্টভাবে বর্ণিত ও কার্যকর মন্ডলীর প্রশাসন সিনিয়র পাস্টর সহ সকল নেতৃবৃন্দের জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। শক্তিশালী জবাবদিহিমূলক কাঠামে কে ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। স্পষ্টভাবে মন্ডলীর প্রশাসনের অভাবে, মন্ডলীর সমস্যাগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যে কাঠামো তৈরী করা হয়েছে তা পাস্টরকে সমর্থন দেওয়া উচিৎ, কিন্তু, মন্ডলীর প্রশাসনের সুস্থ্যতা ও জবাবদিহিতা তৈরী করা প্রয়োজন। জবাবদিহিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, কিন্তু মন্ডলীর নৈতিক, আত্মিক ও আর্থিক স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন।

ছ. বৃহত্তর আত্মিক ও সাংগঠনিক একতা

একটি মন্ডলী এল্ডার, 'অ্যাপস্টলিক ওভারসাইট কাউন্সিল' (প্রৈরিতিক পরিদর্শনের কাউন্সিল), ও ডিকনদের মাধ্যমে বাইবেল ভিত্তিক নেতৃত্ব লাভ করবে। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে ও কাজে স্থানীয় মন্ডলীকে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সেবা করবে।যে মন্ডলী একীভূত হয় সেটি হয় অসম্ভব ভাবে শক্তিশালী, তথাপি একটি মন্ডলী আত্মাতে ও সাংগঠনিকভাবে এক নাহলে অবশ্যই শেষে তা ব্যর্থ হবে (মার্ক ৩:২৫)।

বাইবেরবিত্তিক নেতৃত্বকে পবিত্র বাইবেলে নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এগুলো মধ্যে একটি সাধারণ ধারা দেখা যায় যা ঐক্য বলে পরিচিত। ইফিষীয় ৪:১১২ পদে আরেকটি স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায় যে সদস্যদেরকে পরিপক্ক করে গেঁথে তোলার কেন্দ্র হিসেবে মন্ডলীর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো ঐক্য। তা ছাড়া, একতা ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য একান্ত অপরিহার্য।

বিভিন্ন পদের কাজ ও দায়িত্ব বিষয়ে মূল ধারণা

- এল্ডারদের কাজ একত্রে মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নেওয়া
- আত্মিক কর্তৃত্ব সব সময় অন্যকে দেওয়া হয়, কখনই জোর করে নেওয়া হয় না বা ভোট দিয়ে দেওয়া হয় না। তাই এল্ডারগণ নিযুক্ত হন।
- ডিকন পদটি মন্ডলীতে প্রয়োজন মিটাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। ডিকনেরা পরিচালনা করেন না, কিন্তু তার বদলে, সেবা করেন। ডিকন ততোদিন পর্যন্ত দরকার হয় না যতোদিন মন্ডলী ছোট থাকে।
- ব্যক্তিগতভাবে এল্ডারগণ খুব কম কর্তৃত্বের অধিকারী হন, কিন্তু একত্রে তাদের অনেক ক্ষমতা থাকে।

আপনার মন্ডলীতে বিরাট প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করবেন না। আপনার মন্ডলীর পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, মন্ডলীর প্রশাসনিক কাঠামো খুবই সাধারণ হতে পারে। কিন্তু, যদি প্রভু যীশু আপনার মন্ডলীতে সদস্য সংখ্যায় ও প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেতে দেন, তাহলে আপনার মন্ডলীর প্রশাসন ও কাঠামোকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। মন্ডলীর প্রশাসনিক কাঠামো অবহেলা করার ফলে মন্ডলী আরোও দ্রুতগতিতে ও সুস্বাস্থ্যে বৃদ্ধি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এমন কি একটি গৃহ মন্ডলীতে ও গ্রামের মন্ডলীতেও প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন।

৮. মন্ডলী স্থাপনের দল

(প্রশিক্ষণের সময় কমবেশী ৬০ মিনিট)

ক. ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য দলকে ব্যবহার করেন (২ তীমথিয় ২:২)

১. ত্রিত্ব একটি সুন্দর দলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ

২. প্রভু যীশু তাঁর সারাটি জীবনের তিনটি বছর বারোজন শিষ্যের সঙ্গে কাটিয়েছেন

৩. প্রভু যীশু দুজন দুজন করে দল পাঠিয়েছিলেন (লূক ১০:১; মার্ক ৬:৭)

৪. দলই হলো বাইবেল ভিত্তিক কাজ করার নক্সা (প্রেরিত ১৩:২)

৫. বিবাহ ঈশ্বর কর্তৃক অনুষ্ঠিত ও অভিষিক্ত একটি দল ।

৬. আপনার দলের প্রথম সদস্য হওয়া উচিৎ আপনার স্ত্রী/স্বামী।

ক. কোন মন্ডলী স্থাপন করার পূর্বে স্বামী ও স্ত্রীকে এ বিষয়ে একমত ও ঐক্য স্থাপন করতে হবে

খ. ঈশ্বর স্বামীদেরকে পরিবারের আত্মিক নেতা হিসেবে আহ্বান করেছেন। আপনসার পরিবারের আত্মিক সুস্থতা সুরক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সেই একই উৎসর্গীকৃত ভালোবাসা দেখাতে হবে যা প্রভু যীশু তাঁর করে মন্ডলীর জন্য দেখিয়েছেন (ইফি ৫:২৫)।

গ. ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছাড়া, আপনার স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর চান যেন স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে ভালোবাসে ও তাদের স্ত্রীদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করে (ইফি ৫:২৫-২৮)।

ঘ. আপনি প্রতিদিন এমন পদক্ষেপ নিতে পারেন যাতে আপনার পারিবারিক সম্পর্ক আরোও সুন্দর হয়। প্রতিদিনই এক একটি সুযোগ নিয়ে আসে যখন আপনি আপনার বিবাহিত জীবন হয় খারাপ করতে বা ভালো করতে পারেন। একজন মালী যেমন করে তার বাগানের প্রতি নিরলসভাবে যত্ন নেয়, সেভাবে আপনারও আপনার বিবাহিত জীবনের যত্ন নেওয়া উচিৎ। নীচে দেওয়া এই সাধারণ চারটি পদক্ষেপ বা অভ্যেস আপনাকে আপনার বিবাহিত জীবনে শক্তিশালী হতে অনেক সাহায্য করবে:

- প্রতিদিন,এক সঙ্গে প্রার্থনা করুন।

- প্রতিদিন আপনি আপনার স্ত্রীকে বলুন, আপনি তাকে ভালোবাসেন।
- প্রতিদিন তাকে সাহায্য করবার জন্য কিছু করুন।
- প্রতিদিন তাকে সরল ও সততার সঙ্গে প্রশংসা করুন।

খ. একা একা যাবার চাইতে দলে যাওয়া অনেক কার্যকর।

১. একটি দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের আত্মিক দান মিলিত হয় (১ করিন্থীয় ১২:৪-১১; ২ তীমথিয় ৪:১১)।

২. সমস্যা ও বিরোধিতার সময়ে দলে পরস্পরের সমর্থন পাওয়া যায় (উপদেশক ৪:১০)।

ক. একটি ঘোড়া দুই টনের মাল টানতে পারে।

খ. তাই, দুটো ঘোড়া আলাদা আলাদাভাবে চার টনের মাল টানতে পারে ।

গ. কিন্তু, যখন দুটো ঘোড়াকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, সেগুলো মিলে ১৯ টনের মাল টানতে পারে।

৩. ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং পাঁচটি গুণে সমৃদ্ধ একটি দল গঠন করতে চেষ্টা করুন (ইফি ৪:১১-১৩)

ক. পরিচর্যার জন্য আত্মিক দান ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এগুলো পরিপূর্ণ সময়ের জন্য দায়িত্ব বা আহ্বান, কিন্তু এই দানগুলো যে কোন বিশ্বাসী সব সময় ভালোভাবে করতে পারবে না। ইফি ৪৩:১১-১৩ পদের দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে, সব বিশ্বাসীরা এই পাঁচ ধরণের পরিচর্যার গুণ পায় নাই। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে- 'কয়েকজনকে'।

খ. উদাহরণ: কেবলমাত্র যদি কোন একজন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এর দ্বারা এটি বলা যায় না যে সেই ব্যক্তি একজন ভাববাদী। একইভাবে, এমন কেহ কেহ আছেন যারা পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তারা পালকীয় আত্মিক দান লাভ করেন নাই, কিন্তু তারা হয়তো নেতা হিসেবে অন্যদেরকে সমৃদ্ধ ও উৎসাহিত করার দানে পূর্ণ।

গ. এই দান পাওয়ার দ্বারা পদ পাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়। আপনি নিজেকে প্রেরিত অমুক বা ভাববাদী অমুক বলে পরিচয় দিয়ে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াবেন না। যদি আপনি যদি একজন প্রেরিত বা বাববাদী হয়ে থাকেন বা আপনি যদি অন্য যে কোন ধরণের পরিচযার দানে বিভূষিত হয়ে থাকেন, অন্য লোকেরা আপনার ভিতরে সেই দান দেখতে পাবে, এবং তারাই সেটি স্বীকার করবে ও আপনাকেও স্বীকার করবে।

ঘ. এই স্বীকার করে নেওয়ার মানে সব সময়েই যে আপনাকে সেই দানের বা দায়িত্বের কোন পদবী বা পদ দেওয়া হবে তা নয়। যে সব লোকেরা ঘোষণা করে ও নিজেদেরকে উচ্ছে তোলার জন্য ব্যস্ত থাকে, তারা হয়তো তাদের দাবীর মতো না-ও হতে পারে। এই আত্মিক দানের অবমাননার ফলে বিগত বছরগুলোতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

পাঁচমুখী বা পাঁচ ধরণের পরিচর্যারদল (আত্মিক দান) একটি হাত দেখিয়ে বোঝানো যায়:

- **প্রেরিত**- প্রেরিতগণ মন্ডলী স্থাপন করেন ও তাতে বৃদ্ধি দান করেন। তিনিই মন্ডলী স্থাপক।একজন প্রেরিত তাঁর পচির্যার দানের অনেক দিক বা সব দিক দিয়ে কাজ করতে পারেন । তিনি 'বৃদ্ধ আঙ্গুল'- সকল আঙ্গুলগুলোর মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, এবং সকল আঙ্গুলগুলোকে স্পর্শও করতে পারেন।
- **ভাববাদী**- গ্রীক ভাষায় ভাববাদী কথাটির অর্থ হলো 'পক্ষ হয়ে বলে দেওয়া' এই ভাবে যে তিনি অন্যের পক্ষে কথা বলেন। একজন ভাববাদী ঈশ্বরের বার্তাবাহক হয়ে কথা বলেন, ঈশ্বরের বাক্যের পক্ষে কথা বলেন। একজন ভাববাদী তর্জনী অঙ্গুলি। তিনি ভবিষ্যতের দিকে দেকিয়ে দেন, এবং মানুষের পাপ দেখিয়ে দেন।

- **প্রচারক**- একজন সুসমাচার প্রচারককে প্রভু যীশুর সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করতে আহ্বান করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় মন্ডলীর হয়ে খ্রীষ্টের দেহ রুপ মন্ডলীতে লোকদেরকে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তিনি তাদেরকে প্রভুর শিষ্যরূপে গড়ে তোলেন। তিনি সঙ্গীত,অভিনয়, প্রচার, ও অন্যান্য সৃজনশীল উপায়ে কাজ করে থাকেন। তিনি 'মধ্যমা আঙ্গুল'- সবচাইতে লম্বা, যিনি সকল লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। সুসমাচার প্রচারকগণ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাদেরকে স্থানীয় মন্ডলীকে সেবা করতে আহ্বান করা হয়েছে।
- **পালক**- একজন পালক জনগণের মেষপালক। একজন প্রকৃত মেষপালক তাঁর মন্ডলীর মেষদের জন্য জীবন দিয়ে দেন। একজন পালক 'অনামিকা অঙ্গুলি'। তিনি মন্ডলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁকে মন্ডলীতে থেকে, পরিদর্শন করতে, সেবা যত্ন করতে ও নির্দেশনা দিতে আহ্বান করা হয়েছে।
- **শিক্ষক**- একজন পালক ও একজন শিক্ষক প্রায়ই একটি পদের লোকের হন; কিন্তু সব সময় তা না হতেও পারে। একজন শিক্ষক মন্ডলীর আত্মিক ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেই ভিত্তির বিস্তারিত বিষয় ও সঠিক মাপের বিষয়ে চিন্তিত। তিনি সত্যকে প্রকাশ করতে ও গবেষণা করতে আনন্দ পান। একজন শিক্ষক 'কণিষ্ঠ অঙ্গুলী'। যদিও দেখতে ছোট ও গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে হয়, তাঁকে এমনভাবে নক্সা করে তৈরী করা হয়েছে যেন তিনি শক্ত ও অন্ধকারময় স্থানে খুঁড়তে পারেন ও সেখানে আলো ও ঈশ্বরের বাক্যের সত্য তুলে ধরতে পারেন।

আপনার দলে যদি এই সব পাঁচ ধরণের আত্মিক দানের প্রতিনিধিদের না পাওয়া যায়, তখন একজন মন্ডলী স্থাপনকারী হিসেবে আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার দলে বিভিন্ন আত্মিক দানের প্রতিনিধিগণ আছেন যেন সেই দল কার্যকর হতে পারে, ও সকল ধরণের লোকদের কাছে সুসমাচার পৌছে দিতে পারে।

গ. একটি দলের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তাদেরকে নিয়োগ করার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ দেওয়া মানে তাদেরকে শিষ্য করে গড়ে তোলা।

১. আপনার মন্ডলী স্থাপন দলের সকল সদস্যদের মধ্যে মন্ডলী স্থাপনের স্বপ্নটি ঢুকিয়ে দিন যেন তারা সেই স্বপ্নটি ও পরিকল্পনাগুলো নিজের বলে মনে করতে পারে

ক. এই স্বপ্ন বা দর্শনটি স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করা হওয়া উচিৎ

১. স্পষ্ট: দর্শনটি লিখে রাখা উচিৎ, এবং এমনভাবে অন্যদের কাছে তুলে ধরা উচিৎ যাতে সেই দর্শন বা স্বপ্ন সম্বন্ধে কোন ধরণের প্রশ্ন না থাকতে পারে।

২. নির্দিষ্ট- দর্শনটি যেন নিয়োজিত লোকদের জন্য বাস্তব ও পূরণ করা সম্ভব হয়

৩. সংক্ষিপ্ত: দর্শনটি যেন সংক্ষিপ্ত হয় যেন আপনার দলের সকলে সহজে সেটি বুঝতে পারে ও অন্যদের কাছে বুঝিয়ে বলতে পারে

৪. উদ্বুদ্ধকারী: দর্শনটি যেন সকলকে উদ্বুদ্ধ করে এবং দলের সকলকে এবং মন্ডলীর সদস্যদেরকে উৎসাহিত করে তোলে।

২. আপনার মন্ডলী স্থাপন দলের সকল সদস্যদের মধ্যে মন্ডলী স্থাপনের মূল্যবোধটি ঢুকিয়ে দিন

ক. মন্ডলী স্থাপনকারী ও দলের সদস্যদের মূল্যবোধ যেন সব সময় এই থাকে

১. একই মূল্যবোধ দলের সদস্যদের মধ্যে একতা আনে

২. একই মূল্যবোধ দলের সদস্যদের কোন রকমের বিভক্তি ছাড়াই যে কোন সমস্যা সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ করে

৩. যদি কখনও সমস্যার উদ্ভব হয় অথবা কোন দোষ দেওয়া হয় একই মূল্যবোধ তখন স্থায়ীত্ব আনে ।

খ. প্রভুর সঙ্গে আপনার গমনাগমনে আপনার মূল্যবোধ ও সেই সঙ্গে আপনার মন্ডলী স্থাপনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে দলের সকলকে শিক্ষা দিন যাতে এ বিষয়ে সকলে জানতে পারে।

- আপনার নিজের পরিবারে আপনি আদর্শ হয়ে মূল্যবোধগুলো অভ্যেস করুন।

- সকলের মধ্যে আপনি আদর্শ হয়ে মূল্যবোধগুলো অভ্যেস করুন।
- আপনি আপনার দলের সকল সদস্যদেরকে এই মূল্যবোধগুলো তাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন।

৩. শিষ্য গঠন করার জন্য সময় ও শক্তির প্রয়োজন

ক. শিষ্য গঠন করা কোন কার্যক্রম নয় কিন্তু সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া

খ. প্রভু যীশু সম্পূর্ণভাবে তাঁর সময়, শক্তি ও প্রচেষ্টা তিন বছরের মধ্যে তাঁর বারোজন শিষ্যদের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

গ. অন্যান্যদের চাইতে কিছু কিছু লোক তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে কোন কোন লোক অন্যান্যদের চাইতে আরোও বেশী পরিপক্ক হবে। সকলেরই সময়, ও শক্তির প্রয়োজন হয় শিষ্য হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য।

ঘ, শিষ্য গঠন করার ও আপনার দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সীমিত সময় ব্যয় করলে হতাশাজনক ফল আসবে।

ঙ. আত্মিক পরিপক্কতার এমন একটি স্থানের দিকে আপনি আপনার দলের সদস্যদেরকে নিয়ে যান যেখান থেকে তারাও অন্য লোকদেরকে একইভাবে সাহায্য করে গড়ে তুলতে পারে।

চ. মানুষের গুণ, দক্ষতা, ও জ্ঞান চিহ্নিত করুন। লোকেরা কোন কোন দিকে সত্যিই ভালো সেগুলো জানতে তাদেরকে সাহায্য করুনএবং তারপরে তাদেরকে সেই সব দায়িত্ব পালন করতে নিয়োজিত করুন।

ছ. লোকদের সবলতা দেখুন, এবং তাদের সেই সবলতা নিয়ে বেড়ে উঠতে ও সফল হতে সাহায্য করুন।

জ. শিষ্য গঠন প্রক্রিয়াতে চারিত্রিক সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলুন। দক্ষতা, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোকেরা সততাহীন হতে পারে, তাহলে তারা নৈতিকভাবে বিফল হবে।

ঝ. সঠিক স্থানে সঠিক ব্যক্তি নিয়োগ করা দল গঠনের জন্য একান্ত জরুরী। দলের মধ্যে মানুষের পদায়নের ফলে একটি দলের শক্তিশালী পরিবর্তন হতে পারে। দল গঠন দলে লোক নিয়োগ করার উপরে ড. জন ম্যাক্সওয়েল এর লেখা হতে নীচে দেওয়া তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন:

- অযৌক্তিক দায়িত্বে অযোগ্য ব্যক্তি= পিছিয়ে পড়া, আপনি ক্ষয় পেতে থাকবেন
- যৌক্তিক দায়িত্বে অযোগ্য ব্যক্তি= হতাশা, আপনি হতাশ হবেন
- অযৌক্তিক দায়িত্বে সঠিক ব্যক্তি= ভুল বোঝাবুঝি, তারা বুঝতে পারবে না, কেন তারা সেখানে কাজ করছে
- যৌক্তিক দায়িত্বে সঠিক ব্যক্তি= উন্নতি, সফলতার সঙ্গে আপনি এগিয়ে যাবেন
- সঠিক দায়িত্বে সঠিক ব্যক্তি = বৃদ্ধি, আপনি অনেকের সাথে এক সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

৯. আত্মিক যুদ্ধ ও বহিঃপ্রচার

(প্রশিক্ষণের সময় কাল কমবেশী ৪৫ মিনিট)

ক. আত্মিক যুদ্ধ সংঘটিত হবে (ইফিষীয় ৬:১২)

১. শয়তান শত্রু ঈশ্বরের লোকদের প্রচেষ্টা ও তাঁর পরিকল্পনাকে বাঁধা দেবে (মার্ক ৩:২৭)

২. আত্মিক যুদ্ধ অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে

ক) আপনার ব্যক্তিগত জীবনে (যাকোব ৪:৭)

১. হত মেষের রক্তের ও আত্ম সাক্ষ্য দ্বারা শত্রু শয়তানের উপরে জয়লাভ করুন (প্রকা ১২:১১)

২. খ্রীষ্টে কর্তৃত্বের অধিকার দ্বারা (ইফি১:২০-২১,২৬; কল ২:১৩-১৫; লূক১০:১৭; মথি ২৮:১৮)

৩. বিশ্বাসের ঢাল ও আত্মার খড়গ দ্বারা (ইফি ৬:১৬; ১ পিতর ৫:৯; মথি ৪:৪,৭,১০)

৪. চিন্তা নিয়ন্ত্রণ ও তা বশীভূত করার দ্বারা (রোমীয় ১২:২)

খ. বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শক্তি ও বসবাসকারীদের মধ্যে

১. পারস্য দেশের রাজাকে পরাজিত করবার জন্য গাব্রিয়েল দূতের জন্য মীখায়েল দূতের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল (দানিয়েল ১০:১১-২১)

২. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আঞ্চলিক থেকে শহর/নগর গ্রাম এলাকায় আত্মিক শক্তির লোকদের বসবাস আছে। তাদেরকে উপযুক্তভাবে চিনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সেভাবে আচরণ করতে হবে (ইফি ৬)।

৩. প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনাকে রাজত্বকারী শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে আত্মিকভাবে চিনে নেবার শক্তি দান করেন (২ করি ১০:৪)।

খ. বহিঃপ্রচারের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করুন (লূক ১০:৮)

১. যেসব স্থানে কোন মন্ডলী নেই

২. যেসব স্থানগুলো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ

৩. যেসব স্থানগুলো সম্পূর্ণ শহর বা সমাজের উপরে বিশাল প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

গ. যেসব স্থানে বিশাল প্রয়োজন আছে সেগুলোকে বাছাই করুন

১. যেসব স্থানে দারিদ্র প্রবল

২. যে সব স্থানে কোন কাজের অচলতা বেশী

৩. যে সব স্থানে অসুস্থ, দুঃস্থ, ও বিচ্ছিন্ন ধরণের লোকেরা বেশী থাকে

৪. যেসব স্থান আত্মিকভাবে অন্ধকার

৫. যেসব স্থানকে অসম্মান করা হয় কারণ মনে হয় তাদের কোন ধরণের প্রয়োজন নেই

ক) খুবই ধনবান সমাজের লোকদের বসবাস

খ) উচ্চবর্ণের ধর্মীয় লোকদের বসবাস

গ) রাজনৈতিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের বসবাস

ঘ. প্রথমে যারা এখনও সুসমাচার শোনে নি তাদের কাছে যান (রোমীয় ১৫:২০)

১. প্রভু যীশু আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকদেরকে খুঁজবার ও রক্ষা করতে এসেছিলেন

২. প্রেরিত পৌল এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যেখানে অন্য কেউ কোনদিন সুসমাচার প্রচার করে নি সেখানে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

৩. এমন স্থানে যান যেখানে হারিয়ে যাওয়া লোকদেরকে আত্মিকভাবে সংগ্রহ করবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ।

ঙ. এখান থেকেই এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত (প্রেরিত ১:৮)

চ. চিহ্নিত স্থানগুলোতে উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে যেতে হবে (যিহোশূয় ১:৩)।

১. আত্মিক শত্রুতার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন

২. সেই স্থানের লোকদের উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করুন

৩. প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি সুসমাচার গ্রহণকারী হৃদয়গুলোকে চিহ্নিত করে রাখেন।

ছ. চিহ্নিত স্থানে অবিশ্বাসীদের মাঝে সুসমাচার প্রচার করুন

১. আপনি ও আপনার দলের সদস্যরা খ্রীষ্টের ভালোবাসা প্রকাম করুন

২. লোকদের কাছে ভালোবাসা নিয়ে যাবেন কিন্তু কখনই তাদেরকে দোষ দেবেন না

৩. আপনি আপনার জীবনে আত্মসাক্ষ্য ও ঈশ্বরের মুক্তির কাজের কথা বলুন

৪. খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার আগে আপনি কে ছিলেন এবং এখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে আপনি কে হয়েছেন তা বলুন ।

৫. কীভাবে খ্রীষ্ট তাদের জীবনেও আশা, ভালোবাসা, গ্রহণযোগ্যতা ও মুক্তি দিতে পারেন তা বলুন।

জ. তাদের জন্য প্রার্থনা করুন (যোহন ১৪:১২; মথি ১০:৮)

১. সুস্থ হবার জন্য অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করুন

২. যারা অত্যাচারিত তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন

ঞ. স্পষ্টভাবে সুসমাচার প্রচার করুন

১. প্রভু যীশুই একমাত্র পথ ও সত্য। (যোহন ১৪:৬)

২. অনুতাপের ও মন পরিবর্তনের সঙ্গে, প্রভু যীশুর রাজত্বের কাছে সমর্পনের সাথে ও তাঁকে সেবা করার জন্য প্রার্থনা করুন।

ট. লোকদেরকে সুসমাচারের উর্দ্ধে বাস্তবভাবে ব্যবহার করুন

১. লোকদেরকে স্থানীয় মন্ডলীর উপাসনায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করুন

২. তাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে চলতে বলুন

৩. লোকেরা নিখাঁদ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, শুধু মাত্র বিক্রী করার স্থান চায় না।

৪. যদি সম্ভব হয়, নব-বিশ্বাসীকে একটি বাইবেল দিন

৫. তাদের বিশ্বাসের পরবর্তী ধাপ সম্বন্ধে তাদেরকে শিক্ষা দিন এবং শিষ্যত্ব বরণ করার প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করতে সাহায্য করুন।

৬. অন্যদের কাছে নববিশ্বাসীদেরকে তাদের নতুন বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে উৎসাহিত করুন।

১০. শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে নববিশ্বাসীদেরকে সংযুক্ত করুন

(প্রশিক্ষণের সময়কাল কমবেশী ৬০ মিনিট)

ক. মন্ডলী স্থাপনকারী দলটি এবারে নববিশ্বাসীদেরকে মন্ডলী স্থাপনকারী দলের পাস্টরের সাথে তারা শিষ্যত্বের যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করে শিষ্য রুপে গড়ে তুলবে।

খ. যদি এই দলটিতে কেবল মাত্র এক বা দুজন লোক থাকে, তাহলে এই নব-বিশ্বাসীরা আপনার প্রথম 'দল' হবে কারণ তারাই শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতে কাজ করবে।

গ. শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে নব-বিশ্বাসীদেরকে তারা যা যা শিখেছে সেগুলোর বাস্ড়ব প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করুন।

১. যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে সবগুলোর আদর্শ হোন, তা প্রকাশ করুন, ও সেগুলোর চর্চা করুন (মথি ৪:১৯)।

উদাহরণ: সুসমাচার প্রচার-

ক. আপনি তাদেরকে দেখিয়ে দিন যেন তারা দেখে

গ. আপনারা সবাই একসঙ্গে কাজটি করুন যেন তাদের অভিজ্ঞতা হয়

ঘ. তাদেরকে সে কাজটি করতে ছেড়ে দিন, আর আপনি তাদের উপর দৃষ্টি রাখুন ও সাহায্য করুন

ঙ. তারা যেন সম্পূর্ণভাবে নিজেরাই করে সেজন্য তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিন।

২. আপনার স্বপ্ন বিবৃতি ও মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিন। মন্ডলীর জন্য মূল্যবোধ শিষ্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে গড়ে তুলবে ও নির্দেশনা দেবে।

ক. তাদের নিজেদের জন্য কীভাবে পবিত্র বাইবেল পড়তে হয় তা শিখিয়ে দিন

খ. বাইবেল ভিত্তিক ধারণার মধ্য দিয়ে কীভাবে বাইবেল পড়তে ও প্রার্থনা করতে হয় তা শিখান

গ. কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় ও প্রভুর সঙ্গে কথোপকথন করতে হয় তা দেখিয়ে দিন (মথি ৬:৫-১৩)
ঘ. দশমাংশ দানের মধ্য দিয়ে কীভাবে প্রভুর সম্মান করতে হয় তার গুরুত্বের বিষয়ে তাদেরকে শিখান
ঙ. প্রভুকে উপহার, দান ও অগ্রিমাংশ দেবার উদ্দেশ্য কি তা বলুন
চ. পরিবারের মূল উদ্দেশ্য ও ভূমিকা, ও ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত পারিবারিক সুন্দর জীবন
ছ. অনুষ্ঠান উদযাপন, শিক্ষাদান, ও উৎসাহ দেবার সুযোগ গ্রহণ করুন (লূক ১০:১৭-২০)।

চ. লক্ষ্যকে মাথায় রেখে আপনি শিষ্য গঠন প্রক্রিয়া শুরু করুন। একজন আত্মিকভাবে পরিপক্ক ব্যক্তি হিসেবে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন তা বিবেচনা করুন। সেই ব্যক্তিট দেখতে কিরকমের তার বর্ণনা দিন ও তার সংজ্ঞা দিন। এই সংজ্ঞা হতেই এমন এক প্রক্রিয়া শুরু করুন যা আপনাকে নব-বিশ্বাসীকে অপরিপক্কতা থেকে পরিপক্কতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। উপরে লেখা পন্থাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রভুর ইচ্ছা কী তা জানতে চেষ্টা করুন, এবং তাঁকে অনুরোধ করুন যেন তিনি আপনার মন্ডলীর জন্য শিষ্য গঠনের একটি অনন্য প্রক্রিয়া প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন।

এই প্রক্রিয়াটি যতোবার পারেন ততোবার বারবার করুন

ক. শিষ্য ও মন্ডলী স্থাপন ও গঠন করা সকল মন্ডলীর মধ্যে অন্তর্ভক্ত একটি কার্যক্রম হওয়া উচিৎ। আদমের কাছে প্রভুত্ব ও বশীভূত করার যে আদেশ ও ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তার জন্য বহুবৃদ্ধি পাওয়া ও করার মনোভাব ও কার্যক্রম প্রয়োজন। মন্ডলীর সদস্যরা ও বিশ্বাসীরা এই নির্দেশের বাইরে থাকে না।

খ. যখন আপনি এই প্রক্রিয়াটি বারবার করতে থাকেন ও অন্যদেরকে একই কাজ করতে প্রশিক্ষণ দেন তখন আপনি অবশ্যই প্রভুকে নতুন নতুন দর্শন ও, জ্ঞান ও নির্দেশনা দেখাতে অনুরাধ করেন। যদিও শিষ্য নব-জন্মদানের সময়ে, নতুন নেতৃবর্গদেরকে নেতৃত্ব দেবার জন্য ও বৃদ্ধি পাবার জন্য বাইরে পাঠাতে হবে। এটি সম্ভব হতে পারে যে আপনি যে সব নতুন নেতাগণ তৈরী করেছেন ও বাইরে পাঠিয়েছেন, তারা সফল হয়ে হয়তো আপনার পরিচর্যার প্রভাবকে ক্ষুন্ন করতে পারে। যে সব নেতৃবর্গ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে সফল হয়, তাদের সঙ্গে আনন্দ করুন।

গ. নতুন বিশ্বাসীদের জন্ম দান করার শিষ্য গঠন করার আদেশকে প্রেরিত পৌল উৎসাহিত করেছিলেন যেন আরোও প্রজন্ম প্রস্তুত হয় (২ তীমথিয় ২:২)
১. প্রেরিত পৌল (প্রজন্ম ১) তীমথিয়ের (প্রজন্ম ২) কাছে লিখছেন
২. তীমথিয় বিশ্বস্ত নেতৃবর্গের (প্রজন্ম ৩) কাছে বলছেন
৩. বিশ্বস্ত নেতৃবর্গ অন্যদের কাছে (প্রজন্ম ৪) বলবে।

ঘ. এই প্রক্রিয়াটি বারবার করা ও নতুনভাবে করার বাস্তব কারণ
১. একটি নতুন মন্ডলী স্থাপন করা সুসমাচার প্রচারের সব চাইতে কার্যকর পদক্ষেপ। পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে, সুসমাচার প্রচারের সভাতে অনেক সংখ্যক লোক সাড়া দিতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্য হতে ৮০% তাদের এই নতুন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করা হয় ও একটি মন্ডলীতে সংযুক্ত করা না হয়। তাই, শক্তিশালী বহিঃপ্রচারের কার্যক্রম সহ একটি মন্ডলী সুসমাচার প্রচারের জন্য সব চাইতে শক্তিশালী মাধ্যম।

২. একটি নতুন মন্ডলীতে যে সব ব্যক্তিরা নানা ধরণের প্রয়োজন ও অভাবের মধ্যে আছে তাদেরকে সাহায্য ও গড়ে তোলার যত্নের সুযোগ দেয়। মন্ডলীকে অবশ্যই খ্রীষ্টের সুসমাচার, বন্দীদের কাছে মুক্তি, ও অত্যাচারিতদের কাছে সাহায্য প্রচার করতে হবে (লূক : ১৮-১৯)। যদিও মানবিক অভাব ভিত্তিক বহিঃপ্রচার প্রয়োজন, এবং সেটি

গুরুত্বপূর্ণও বটে, কিন্তু তার দ্বারা সুসমাচার প্রচারের প্রয়োজন মিটানো যায় না। মানুষের আত্মিক অবস্থা অন্য যে কোন কিছুর চাইতে বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ (মার্ক ৮:৩৬)।

৩. এটি বর্তমান মন্ডলী নতুন মন্ডলীগুলোর কাছে স্থায়ীত্ব ও সম্পদ দান করতে পারে। একবার যডখন একটি নতুন মন্ডলী স্থাপিত হয়, এটির উপর ভিত্তি করেই তখন অন্য অন্য নতুন মন্ডলী স্থাপন করার জন্য কার্যক্রম হাতে নেওয়া যায়, এবং সেটি তখন ঈশ্বরের রাজ্যে শক্তি ও স্থায়ীত্বের স্থান হয়ে ওঠে।

৪. বর্তমানের নেতৃত্বের দল নতুন নতুন মন্ডলী স্থাপনের জন্য প্রার্থনা, সমর্থন, জ্ঞান ও পরামর্শ দিতে পারে। ঠিক যে ভাবে পিতামাতারা তাদের সন্তানদেরকে একটি নতুন জগতে প্রবেশের জন্য শিক্ষাদান করে থাকেন, একটি নতুন মন্ডলীও সেভাবে বর্তমানের একটি মন্ডলীর উপর নির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য নির্ভর করতে পারে। সকল মন্ডলীগুলোকেই নিয়মিতভাবে আত্মিক পিতামাতা হবার জন্য ও নতুন মন্ডলীগুলিকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫. নতুন নতুন মন্ডলী স্থাপন করা একটি এলাকাতে আত্মিক ক্ষুধা ও উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। সেখানকার লোকেরা নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে উত্তেজিত হতে থাকে, এবং খ্রীষ্টের বিশ্বাসী হিসেবে একথাটি একান্ত সত্য। একটি নতুন মন্ডলী স্থাপিত হলে সেই সমাজকে বলিষ্ঠ করে ও আত্মিক পরিবেশে এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা করে।

৬. নতুন বিশ্বাসী গঠন ও মন্ডলীর স্থাপন করার মধ্য দিয়ে বহুবৃদ্ধি হয়। এই বহুবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে মন্ডলীতে শুধু মাত্র জনসংখ্যা যেগ দেওয়ার চাইতে অনেক বেশী কার্যকর হয়।এই মন্ডলীর বহুবৃদ্ধি কাজ করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি থেকে আসে, ও এই বহুবৃদ্ধি বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নতুন বিশ্বাসীদেরকে প্রভুর রাজ্যে জন্ম দান করা অনেক সহজ কাজ, কেননা দলের সকল সদস্যরাই প্রভুর জন্য তাদের নিজ নিজ আত্মিক দান ব্যবহার করতে উৎসাহিত হতে থাকে।

১১. মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের জন্য দশটি মূল উপাদান

(প্রশিক্ষণের সময়কাল কমবেশী ৩০ মিনিট)

১. প্রার্থনা: নতুন নেতৃবর্গ যখন তাদেরকে শিষ্য করে গড়ে তোলা হতে থাকে তখন নেতার ব্যক্তিগত সততার ও অধ্যবসায়ের প্রার্থনাশীল জীবন তাদের জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। প্রার্থনাই ঈশ্বরের শক্তির উৎস। প্রার্থনা ছাড়া, নেতৃবর্গ বিফলতায় শেষ হয়ে যাবেন। আর তারা যে সব মন্ডলী পরিচালিত করেন সেগুলোও স্তিমিত হতে থাকবে।

২. চারিদিকে প্রচুর পরিমানে সুসমাচারের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া- মন্ডলীতে যা কিছু করা হয় তার মধ্যে দিয়ে সুসমাচার যেন অবশ্যই প্রচারিত হয়। সুসমাচারের ব্যক্তিগত জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করার শক্তির সাক্ষ্য অবিস্বাসীদের কাছে তুলে ধরা হয়। ঈশ্বরের মহত্ব, যোগানদান, সুস্থীকরণের ক্ষমতা, উৎসাহ এবং এমন কি অনুশাসনের সত্য সাক্ষ্য আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া ও পরিবর্তিত হওয়া উভয় ধরণের লোকদের জন্য উৎসাহ বযে আনবে। নিয়মিতভাবে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের অবিরাম যোগাযোগ করার সাক্ষ্য হলো এই সাক্ষ্যদান।

৩. ইচ্ছাপূর্বক- মন্ডলীগুলো ইচ্ছাপূর্বকভাবে ও স্বেচ্ছায় মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের পরিকল্পনা করে ও তা বাস্তবায়িত করে থাকে। মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন মন্ডলীর কাজ করার মনোবাব নিয়ে শুরু হয়ে থাকে ও চলতে থাকে । নতুন নতুন নেতৃবর্গকে গঠন, নতুন নতুন এলাকা উদ্দিষ্ট করা, এবং নতুন নতুন মন্ডলী স্থাপন করা এমন একটি অবিরাম চলতে থাকা প্রক্রিয়া যা একটি পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন অনুসারে চলে।

৪. পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা- পবিত্র বাইবেল ধর্মতত্ব, কাজ করা, ও জীবনের নিশ্চিতভাবে পরিচালনার উৎস। এই পবিত্র বাইবেলকে অবশ্যই আমাদের সমস্ত কাজে কেন্দ্রে রাখতে হবে। পবিত্র বাইবেল হতে এদিকে ওদিকে সরে পড়ার ফলে খুব তাড়াতাড়ি

৫. স্থানীয় নেতৃবর্গ- শক্তিশালী স্থানীয় নেতাদের প্রয়োজন। যখন নতুন নতুন এক একটি মন্ডলী স্থাপিত হয়, সেখানে নতুন নেতৃত্ব যেন গড়ে ওঠে। নেতারা যেন তাদের নিজেদেরকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করেন, যেন তারা অন্যদেরকে পরিচালিত করতে পারেন।

৬. শক্তিশালী 'লে- নেতৃত্ব'- মন্ডলীর সকল সদস্যদেরকে সুসমাচারের 'পরিচর্যাকারী' হিসেবে দেখানো হয়েছে। জাগতিক ও পবিত্র বলে কোন ধরণের বিভাগ নেই। ইফিষীয় ৪ অধ্যায়ে এটি স্বপষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে সকলকেই পরিচর্যার জন্য যোগ্য হতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে সকলেই পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যাকারী হবেন। বরং, সকল সদস্যকেই তাদের নিজ নিজ এলাকাতে ও যোগ্যতার স্থানে পরিচর্যাকারী হতে হবে। তাদের জীবনের এই সব এলাকাতে পরিবর্তনের সূচনা করে, মন্ডলী খুব তাড়াতাড়ি বহুবৃদ্ধি পেতে পারবে।

৭. সেল বা গৃহ মন্ডলী- দালান কোঠার প্রয়োজন নেই। মন্ডলীগুলো বহিঃপ্রচার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। মন্ডলীর বেশীরভাগ কার্যক্রম দালানের বা উপাসনালয়ের বাইরে সংঘটিত হয়। বহিঃপ্রচার প্রভু যীশুর কাজের একটি স্পষ্ট প্রমাণ, এবং কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরই গ্রেট কমিশনের প্রদর্শনী। বহিঃপ্রচার কখনই মন্ডলীর দেয়ালের ভিতরে ঘটে না, কিন্তু বাইরে যেখানে লোকেরা বাস করে সেখানে এই গ্রেট কমিশনের বহিঃপ্রচার প্রকাশিত হয়।

৮. মন্ডলী মন্ডলী স্থাপন করে। জন্মদান করা স্বাভাবিক বিষয় এবং অনেক লোকেরা কাছে সুসমাচার পৌছে দেবার একটি উপায়। মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন জন্মদান করার ডিএনএ ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গতিধারা বজায় রাখে । কোন মন্ডলীই কখনই জন্মদান না করার বিষয়ে চিন্তা করে নাই, এবং এই বিষয়টিও কখনই বিবেচনা বা চিন্তা করাও উচিৎ নয়।

৯. দ্রুত জন্মদান- খ্রীষ্টকে লোকসমূহের কাছে পৌছে দেওয়ার জরুরী আবশ্যকতা। খ্রীষ্টের অনুসারীগণকে আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকদের জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। এর ফলে মন্ডলী দ্রুত বৃদ্ধি ও কার্যকর বহিঃপ্রচারের প্রকাশ ঘটবে।

১০. মন্ডলী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়- স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী মন্ডলীগুলেতে সব সময় পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য থাকে: আরাধনা, সুসমাচার ও মিশনের বহিঃপ্রচার, শিক্ষাদান ও শিষ্য গড়ে তোলা, পরিচর্যা ও সহভাগিতা। এই সব মূল উদ্দেশ্যগুলো মন্ডলীকে আরোও সুস্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি ও পরিপক্কতায় পূর্ণ করবে।

১২. বহির্বিশ্বে (মার্কেট প্লেস) মন্ডলীর প্রতিনিধিত্ব

(প্রশিক্ষণের সময়কাল কমবেশী ৪৫ মিনিট)

*বিশেষভাবে শহর নগর বা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হতে থাকা স্থানের জন্য প্রযোজ্য

মন্ডলীর সদস্যদেরকে বহিবিশ্বে বা মার্কেট প্লেস এ যোগ্য করে গড়ে তোলার ও শিষ্য গড়ে তোলার এবং তাদের সঙ্গে পরিচালক হিসেবে থাকার বিশেষ দায়িত্ব আছে। মন্ডলী তো শুধু রোববারের কিছু সময়ের সভার জন্য নয়। এই মন্ডলী জীবন্ত, এবং প্রতিদিন সক্রিয় ও তাই বহির্বিশ্বে খ্রীষ্টের অনুসারীদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন।

ক. মার্কেট **প্লেস** এ মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করার গুরুত্ব

একটি মার্কেট প্লেস এর সংজ্ঞা

- মার্কেট **প্লেস** হলো ব্যবসায়, শিক্ষা, ও সরকারী প্রশাসনের স্থান। বৃহত্তর দৃষ্টিতে, মার্কেট **প্লেস** মানে মন্ডলীর দেয়ালের বাইরে সর্ব স্থান।
- মার্কেট **প্লেস** হলো সেই স্থান যেখানে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব রাজত্ব করে ও সেখানেই সামাজিক ও দেশের পরিবর্তন সাধিত হয়।

মার্কেট প্লেস এর গুরুত্ব

- আদিপুস্তক **১** অধ্যায় হতে আমাদেরকে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করার এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সকল কিছুকে বশ্যতায় আনার এই নির্দেশ এখনও কার্যকর এবং এটি মার্কেট **প্লেস** এর জন্যও প্রযোজ্য। আদি **১**:২৮-৩০
- আমাদেরকে মহান নির্দেশ বা গ্রেট কমিশন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সকল জাতিকে শিষ্য করি। মথি ২৮:১৮-২০, মার্ক **১**৬:১৫
- কাজই আরাধনা। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য মার্কেট প্লেস এ কাজ করেন, তাঁর সেই কাজ পবিত্র! এ,ডাব্লিউ টোযার বলেছেন: "কোন মানুষ কি করে সেটি নয় কিন্তু কেন সে সেটি করে তার দ্বারাই সেই কাজ জাগতিক বা পবিত্র বলে গণ্য হয়।"

কৃষ্টিগতোভাবে প্রভাব বিস্তার করার আটটি ক্ষেত্র

এই সাতটি ক্ষেত্র যে কোন সমাজের বা সংস্কৃতির মূল ভিত্তির বর্ণনা করে। প্রতিটি প্রভাবের ক্ষেত্র সেই সমাজের লোকদের মন ও চিন্তাধারাকে পরিচালিত করে । সংস্কৃতির যেন আমরা প্রভাব বিস্তার করি সেজন্য আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু সমাজের এই উপাদানগুলো বিশ্বাসীদেরকেও প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব কি ঈশ্বরীয় বা অন্য ধরণের, সেটি বিচার করা যাবে তাদের দ্বারা যারা এই সব ক্ষেত্রের উপর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণভার ধরে রাখে। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের নেতৃবর্গকে প্রস্তুত করতে হবে যারা এই সব ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন:

০১. দেশের সরকার
০২. পরিবার
০৩. শিক্ষা
০৪. মন্ডলী
০৫. গণমাধ্যম
০৬. শিল্প ও বিনোদন
০৭. ব্যবসা
০৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অর্থনীতি হলো এমন সেই ইঞ্জিন যা প্রভাবে এই সবগুলো বিষয়কে পরিচালিত করে। এই ইঞ্জিন পরিচালিত করবার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বর ভয়কারী মার্কেট প্লেস নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন । বিশ্বায়ন ঈশ্বরের পরিকল্পনা। তিনি এই বিশ্বায়নকে অভূতপূর্ব উপায়ে বিশ্বের সকল লোকদেরকে সংযুক্ত করছেন। এটির মাধ্যমে বিশাল প্রভাব বিস্তার করার এক সুযোগ আছে।

খ. পালকেরা লোকদেরকে সজ্জীভূত করেন ও মন্ডলী হলো সজ্জীভূত করার স্থান

১. মন্ডলী হলো সজ্জীভূত করার স্থান। পালক ও শিক্ষাদাতাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সেবা কাজের জন্য ঈশ্বরের লোকদেরকে প্রস্তুত করা- (ইফি ৪:১১-১৩)।

২. মার্কেট প্লেস হলো মিশন ক্ষেত্রভূমি। ব্যবসায়ীদেরকে পরিচর্যাকারী হবার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে পালকেরা ঈশ্বরের রাজ্যকে অনেক বিশাল করে তুলতে পারেন। পরিসংখ্যানগতভাবে, ব্যবসায়ীরা সাপ্তাহিকভাবে পালকের চাইতে অনেক বেশী আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকদের সম্মুখীন হন।

৩. শস্য পেকে গেছে। কিন্তু ক্ষেত্রে শস্য কাটার কর্মী অনেক কম। (লূক ১০:২)

৪. আমাদের মন্ডলীগুলিতে নেতৃবর্গকে সুসজ্জীভূত করাই লক্ষ্য- তারা আদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান অনুসারে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং মন্ডলীতে, সমাজে, তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং সারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করতে সহায়তা দান করতে পারেন। তাদেরকে সজ্জীভূতকারী হবার জন্য সজ্জীভূত করুন, শিষ্য তৈরীকারী হবার জন্য শিষ্য করে গড়ে তুলুন।

৫. স্থানীয় মন্ডলীর সাথে যোগাযোগের ফলে বিশ্বাসীরা মন্ডলীর দেয়ালের বাইরে ঈশ্বরের রাজ্যের রুপান্তর ঘটানোর জন্য আত্মিক উপাদান ও অস্ত্রপাতি লাভ করবে। শিষ্য গঠণ করার আপনার প্রক্রিয়া বিশ্বাসীদেরকে সুসজ্জীভূত করবার ও বিভিন্ন প্রভাবের ক্ষেত্রে কার্যকরীতার জন্য তাদেরকে বাইরে পাঠানোর সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করুন।

   সমস্ত মানবজাতি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়-

   - আমি কীভাবে আমার সংসারের চাহিদা মিটাবো.?
   - আমি কীভাবে আমার সংসারে তুলনামূলক শান্তিতে ও নিরাপত্তায় বাস করতে পারি?
   - আমি কীভাবে অন্যের সাথে অর্থবহ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি?
   - আমি যে পরিবেশে বাস করি সেখানে আমি কীভাবে নিরাপত্তা, ন্যায্যতা, অর্থনৈতিক সুযোগ দিতে পারি?

ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যবসায়ের নেতাগণকে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য পরিপক্ক করা যায়। সেজন্যই, ইচ্ছাপূর্বকভাবে, ঈশ্বর ভয়কারী, কার্যকর ব্যবসায়ী নেতাগণকে গড়ে তোলা এতো জরুরী।

গ. কীভাবে ব্যবসায়ী নেতাগণকে মন্ডলীতে পরিপক্ক করা যায়?

ব্যবসায়ী নেতাদেরকে মনুষ্যধারী হবার জন্য প্রশিক্ষণ দিন।

মাছ ধরবার জন্য, সঠিক খাবার ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছ তাদের খাবার অভ্যেস সহজে পাল্টাবে না। খ্রীষ্টিয়ানদেরকে অবশ্যই দেখাতে হবে কীভাবে এ পৃথিবীতে সফলভাবে জীবন যাপন করা যায়। অর্থিক সমস্যাগুলো সারা পৃথিবী জুড়ে এক ধরণের খাবার। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবভাবে আমাদের প্রভাবের স্তরে প্রয়োগ করতে হবে।

যখন ব্যবসায়ীদেরকে মন্ডলী প্রশিক্ষণ দিয়ে সজ্জীভূত করে, তখন তিনি অনেক কার্যকরভাবে মার্কেট প্লেসে মাছ (মানুষ) ধরতে পারবে। মানবজাতির সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বাইবেল ভিত্তিক চিন্তা দিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদেরকে প্রশিক্ষণ দিন।

মার্কেট প্লেস এ পরিচর্যা (অর্থ, দূর্নীতি, ঈশ্বরকে ভয়কারী সম্পর্ক ও নেতৃত্ব) সম্পর্কে কার্যকারীতা ও প্রশিক্ষণ দান করুন:

- পুলপিট হতে
- ছোট ছোট দলের মধ্যে
- সমাজের লোকদের মধ্যে

ব্যবসায়ী হবার জন্য উৎসাহ দিন ও লালন পালন করুন:

- পরিচর্যাকারী হিসেবে ব্যবসায়ীদেরকে আপনি বুঝতে দিন তাদের দায়িত্ব কি
- তাদের ব্যবসায়ী পরিকল্পনার মধ্যে পরিচর্যার পরিকল্পনা রাখতে তাদেরকে উৎসাহিত করুন

- পুলপিট হতে ও ছোট ছোট দলের মধ্যে কাজই আরাধনার ধর্মতত্ব প্রচার করুন
- ব্যবসায়ী নেতাদের উপরে হস্তার্পণ করুন ও তাদেরকে প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিন

একজন পালক/পরিচর্যাকারী নেতা হিসেবে,আপনাকে ইচ্ছাপূর্বকভাবে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে

- কয়েকজন ব্যবসায়ীদেরকে মনোনীত করে তাদের সাথে নিয়মিতভাবে দেখা সাক্ষাৎ করুন
- তাদের ব্যসায়ের স্থানে আপনি তাদের সাথে দেখা করুন (প্রভু যীশু যখন শিষ্যদেরকে আহ্বান করেছিলেন তখন তিনি তারা যেখানে ছিল সেখানে গিয়েছিলেন)।
- মার্কেট প্লেস এ যেসব বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিয়ে তার সাথে আলোচনা ও অধ্যয়ন করুন
- মার্কেট প্লেস নেতাদেরকে অনেক প্রজন্ম ধরে দেখতে, চিন্তা করতে ও পরিকল্পনা করতে সাহায্য করুন।

মার্কেট প্লেস নেতাদের কাছ থেকে শিখুন

- মন্ডলীর প্রশাসনের বিষয়ে তাদের চিন্তা ও পরামর্শ দিতে উদ্বুদ্ধ করুন
- সততার সাথে, অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে আপনার পরিচর্যা বা মন্ডলী পরিচালনা করুন।

যে সব বিষয় এড়িয়ে যেতে হবে

- ব্যবসায়ীদেরকে ক্যাশ রেজিস্টার হিসেবে ব্যবহার করা
- ব্যসায়ীদেরকে প্রয়োজনীয় মন্দ বা জাগতিক মনভাবাপন্ন হিসেবে চিন্তা করা
- অর্থকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ভাবা
- ব্যবসায়ীদেরকে এড়িয়ে চলা
- নকল বা জোর করে কিছু আদায়কারী হওয়া

ঘ. গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আসতে পারে:

১. ঈশ্বরের লোকেরা তাদের নিজ নিজ প্রভাবের এলাকাতে, মন্ডলীর চার দেয়ালের বাইরে, ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করতে আরম্ভ করবে।

২. সারা বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার ব্যবসায়ীদের রাজ্য স্থাপিত হতে থাকবে

৩. ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নতুন অর্থ ব্যবহার করবে

৪. যে সমস্ত স্থানীয় মন্ডলীগুলো সজ্জীভূতকারী কেন্দ্র হয়ে উঠবে তারা দেখবে:

ক. বিশ্বাসীদের পরিপক্কতা

খ. তাদের কর্মক্ষেত্রে শিষ্যগঠনকারী আন্দোলন

গ. তাদের শহরে ও সমাজে উপযুক্ত প্রভাব

ঘ. আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকেরা মন্ডলীতে ফিরে আসে

ঙ. মন্ডলীর চার দেয়ালের বাইরে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্মোদ্যম পৌছে যাওয়া

চ. সংখ্যা ও আর্থিকভাবে বৃদ্ধি

ছ. কিছু সময় পরে, আত্মিক অর্থ (সততা, ন্যায্যতা, ধার্মিকতা, উন্নতি) জাতির মধ্যে বৃদ্ধি পাবে

৫. মন্ডলী স্থাপনকারীকে সকল বিশ্বাসীদেরকে আত্মিক সত্য সহ সুসজ্জীভূত করাবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যা তাদেরকে কার্যকন লবণ হতে ও এই পৃথিবীতে লবণ হতে সফল করে।

- আপনার মন্ডলীর পুলপিট হতে মার্কেট প্লেস, অর্থ ও কাজের বিষয়ে প্রচার করবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন।

- আপনার মন্ডলীতে একদণ ব্যবসায়ী নেতাদেরকে শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন।
- আপনার মন্ডলী বা পরিচর্যা সততার সঙ্গে পরিচালিত করতে এবং আপনার মন্ডলীর ব্যবসায়ী নেতাদের সুপরামর্শ জিজ্ঞেস করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন।
- ব্যবসায়ী নেতাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সাতটি প্রভাবের ক্ষেত্রের উপরে দায়িত্ব দিন।